জেবউন্নিসা

(ঐতিহাসিক নাটক)

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম্. এ

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬

(২) শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬

প্রকাশক :
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
৩, শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—২০

মুদ্রাকর :
শ্রীউপেন্দ্রমোহন বিশ্বাস, এম. এ. (কম্.), বি-এল্.
আই. এন. এ. প্রেস
১৭৩, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

উপক্রমণিকা

সৎনামী বিদ্রোহ সম্বন্ধে শ্রীযদুনাথ সরকার তাঁহার History of Aurangzeb গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"একজন সৎনামী কৃষকের সঙ্গে একজন পেয়াদার নার্ণৌল নগরের নিকট কলহ হয়। পেয়াদা লাঠি মারিয়া তাহার মাথা ফাটাইয়া দেয়। একদল সৎনামী ঐ পেয়াদাকে প্রহার করিয়া আধমরা করিয়া ফেলে। ইহা শুনিয়া শিকাদার (রাজ কর্মচারী) সৎনামীদিগকে ধরিয়া আনিবার জন্য একদল পেয়াদা পাঠায়। সৎনামীরা দলবদ্ধ হইয়া পেয়াদাদিগকে আক্রমণ করে, কয়েকজন পেয়াদাকে জখম করে, এবং তাহাদের অস্ত্র কাড়িয়া লয়। সৎনামী বিদ্রোহীদের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়িয়া যায়। হিন্দুদের মধ্যে ধারণা হয়, হিন্দুদের মুক্তির জন্য যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। একজন বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনীর আবির্ভাব হয়; সে বলে তাহার যাদুবিদ্যার দ্বারা অদৃশ্য সৈন্য উৎপত্তি হইবে, তাহার পতাকার তলে যাহারা যুদ্ধ করিবে তাহাদের মৃত্যু হইবে না, একজন মারা গেলে তাহার স্থলে আশীজন সৈন্যের উৎপত্তি হইবে। আন্দোলন দাবানলের ন্যায় ছড়াইয়া পড়ে। ৫০০০ হাজার সৎনামী অস্ত্র সজ্জায় সজ্জিত হয়; স্থানীয় রাজকর্ম্মচারীগণ গুরুত্ব না বুঝিয়া কয়েক দল সৈন্য পাঠায়। তাহারা সকলেই হারিয়া যায়। বিদ্রোহীদের সাহস বাড়িয়া যায়। তাহারা কয়েকটি গ্রাম লুট করে। অবশেষে নার্ণৌলের ফৌজদার তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে আসে। সৎনামীরা তাহাকেও হারাইয়া দেয় এবং নগর অধিকার করে। নগরের মসজিদগুলি ভাঙ্গিয়া দেয়। কৃষকদের নিকট রাজস্ব আদায় করে। সৎনামীরা গ্রাম লুট করিতে করিতে বৈরাট সিংহানা পর্য্যন্ত যায়। গোলমালের সংবাদ দিল্লী পৌঁছে।

দিল্লীতে শস্যের যোগান ক্ষীণ হইয়া যায়। নগরবাসীগণ অত্যন্ত ভীত এবং উদ্‌ভ্রান্ত হয়। বাদশার সৈন্যদের মধ্যে কুসংস্কারপূর্ণ ভয় উপস্থিত হয়। যদিও সৎনামীরা দিল্লীর প্রায় ৩০ মাইলের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছিল, তথাপি বাদশার আদেশ সত্ত্বেও কোন কোন সেনাপতি বিদ্রোহী দমনে অগ্রসর হইতে অস্বীকার করে। অবশেষে আওরংজেব রডণ্ডাজ খাঁর নেতৃত্বে দশ হাজার সৈন্য এবং বহু কামান প্রেরণ করে। সৎনামীরা খুব সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে দুই হাজার সৎনামী মারা যায়।"

ঔরংজেবের প্রথম কন্যা জেবউন্নিসার সম্বন্ধে ঐ গ্রন্থে লেখা আছে যে তিনি প্রতিভাশালী কবি ছিলেন, এবং মকৃফি (লুক্কায়িত) এই ছদ্মনামে কবিতাগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। আওরংজেবের সভাসদ্‌ আকিল খাঁর সহিত তাঁহার গুপ্ত প্রণয় ছিল এরূপ একটা কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল। জেবউন্নিসা তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আকবরের বিদ্রোহ সমর্থন করিয়াছিল ইহা জানিতে পারিয়া আওরংজেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং কন্যার বাৎসরিক চারলক্ষ টাকার পেনসন্‌ বাজেয়াপ্ত করেন, এবং আজীবন সেলিমগড়ে বন্দী করিয়া রাখেন। সেখানেই জেবউন্নিসার মৃত্যু হয়। জেবউন্নিসার, মেহেরউন্নিসা নামে একটি কনিষ্ঠ ভগিনী ছিল। আকবরের যখন একমাস বয়স তখন তাহার মাতার মৃত্যু হয়; এজন্য পরিবারের সকলে তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিত। বিশেষতঃ তাহার জ্যেষ্ঠ ভগিনী জেবউন্নিসা। আকবরের বিদ্রোহ ঐতিহাসিক ঘটনা।

আওরংজেব হিন্দুদের উপর কর দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়াছিল। মুসলমানদের উপর কর মাফ করিয়াছিল। কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির এবং মথুরার কেশব রায়ের মন্দির এবং আরও অনেক হিন্দু মন্দির

ধ্বংস করিয়াছিল। শিখদের গুরু তেগ বাহাদুর পূর্ব্বে আওরংজেবের অধীনে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু হিন্দু ও শিখধর্ম্মের উপর অত্যাচারের দরুণ তিনি আওরংজেবের বিরোধিতা করেন। তাঁহাকে দিল্লীতে বন্দী করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। পাঁচ দিন কারাগৃহে আবদ্ধ রাখা হয় এবং মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বলা হয়, ইহাতে তেগ বাহাদুর রাজি হন না, তাঁহাকে অমানুষিক যন্ত্রণা দেওয়া হয়। অবশেষে তাঁহার শিরচ্ছেদ করা হয়।

এই সকল ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন করিয়া এই নাটকটি লেখা হইয়াছে।

এপ্রিল, ১৯৩১ — গ্রন্থকার

নাট্যোল্লিখিত পুরুষ ও মহিলাগণ

ঔরঙ্গজেব	
আকবর	ঔরঙ্গজেবের পুত্র
আকিল খাঁ	ঐ সভাসদ
রডণ্ডাজ খাঁ	ঐ সেনাপতি
আবদার রহমান	ফৌজদার
সুন্দর সিং	শিকাদার
কিষণ চাঁদ	সৎনামিদের নেতা
হরি সিং	সৎনামি

সভাসদগণ, সৈনিকগণ, দস্যু, প্রহরী, নগরবাসীগণ, কৃষকগণ

জেবউন্নিসা	ঔরঙ্গজেবের কন্যা
মেহেরউন্নিসা	ঐ ঐ
লছমী	সৎনামী কৃষক কন্যা
কমলাবাই	সুন্দর সিংহের স্ত্রী
ফুলজানি	আকিল খাঁর ক্রীতদাসী
মতি	দাসী।

জেবউন্নিসা



প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কাল, সন্ধ্যা। দিল্লীর সমীপবর্ত্তী জনহীন প্রান্তর।

জেবউন্নিসা, আকবর, আকিল খাঁ ও দস্যুগণ।

জেবউন্নিসা—বড় অন্যায় হল ভাই। অন্ধকার হয়ে গেছে, এখনও কাশ্মীর দরজা পৌঁছুতে পারলাম না।

আকবর—আমি তো কত আগে তোমাকে বললাম, দিদি চল, নইলে বাড়ী ফিরতে দেরী হবে। সেই নেড়া ফকীরের গান শুনে তুমি এমন মোহিত হয়ে গেলে যে কিছুতেই নড়লে না।

জেব—এমন সুন্দর গান গাচ্ছিল, তোর একটুও ভাল লাগলো না? গানের অনেক কথা আমি বুঝতে পারলাম না, কিন্তু এত সুন্দর সুর বোধ হয় কখন শুনি নি। শুনলে মনে হয় যেন হৃদয় গলে গানের সঙ্গে মিশে গেছে।

আকবর—তুমি বড় মজার লোক, দিদি! গানের এক বর্ণও বোঝা গেল না, অথচ তাই শুনে তোমার হৃদয় একেবারে গলে গেল! কিন্তু, আপাততঃ রাস্তাটা কোনদিকে তাই ঠিক করা যে দরকার হয়ে পড়েছে, দিদি।

জেব—তবেই হয়েছে! তোকে যখন নিয়ে বেরিয়েছি, তখনই জানি, তুই এক কাণ্ড বাধাবি।

আকবর—ঠাট্টা নয় দিদি ! সত্যি আমি ঠিক করতে পারছি না, কোন দিকে যাব। আমার দিক ভ্রম হচ্ছে।

জেব—আচ্ছা দাঁড়া। ধ্রুবতারা কোনখানে দেখা যাক ; ঐ সাতটি তারা দেখছিস্, ঐ হোল সপ্তর্ষি, ওদের নীচে ঐটি ধ্রুবতারা। ঐ তাহলে উত্তর দিক। আমরা দিল্লী থেকে পশ্চিমে এসেছিলাম, আমাদের যেতে হবে পূর্ব্বে ; তাহলে এই দিকে যেতে হবে। এই দিকে গেলে খুব সম্ভব দিল্লী পাওয়া যাবে। নেহাত না হয় যমুনা তীরে উপস্থিত হওয়া যাবে এখন। তারপর যমুনা তীর দিয়ে গেলে কেল্লা পাওয়া যাবে।

আকবর—আচ্ছা, চল। এখন ডাকাত টাকাতের হাতে না পড়ি।

জেব—তুই ত খুব বীর পুরুষ দেখছি। যুদ্ধ করবি কি করে ?

আকবর—আজ বাঁচলে তবে তো যুদ্ধ করব !

জেব—কি যে অলুক্ষুণে কথা বলিস, আকবর। আমি তা হলে যাব না বলচি। এই বসলাম।

আকবর—না দিদি· চল, আর দেরী কোর না। আমার দোষ হয়েছে মাপ কর।

এই সময় হঠাৎ তিন জন দস্যু আকবরকে আক্রমণ করিল।

১ম দস্যু—দিয়ে দাও, যা আছে তোমাদের কাছে।

আকবর দস্যুর কবল হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

একজন দস্যু তাহাকে ছাড়িয়া অল্প দূরে দণ্ডায়মানা জেবউন্নিসার প্রতি ধাবিত হইল। জেবউন্নিসা ঈষৎ পিছাইয়া কহিল—খবরদার, আকবর দ্রুতভাবে গমন করিয়া দস্যুকে আক্রমণ করিল। জেবউন্নিসা চীৎকার করিয়া উঠিল।

জেব—(উচ্চৈঃস্বরে) রক্ষা কর, কে কোথায় আছ রক্ষা কর।

আকিল—ভয় নাই। (নেপথ্যে) (দ্রুত আকিল খাঁর প্রবেশ) জেবউন্নিসা অঙ্গুলি সঙ্কেতে যুধ্যমান আকবর ও দস্যুগণকে দেখাইয়া দিল। আকিল একজন দস্যুকে ভূপাতিত করিল। আকিল ও আকবরের আক্রমণে পরাস্ত হইয়া অপর দস্যুরা পলায়ন করিল।

জেব—খোদা আপনার মঙ্গল করুণ।

আকবর—আজ এই বিষম বিপদ থেকে উদ্ধার করে যিনি আমাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করলেন, তার নামটী জানিতে পারি কি ?

আকিল—আমার নাম আকিল খাঁ।

আকবর ও জেবউন্নিসা (একত্রে)—সেলাম, খাঁ সাহেব।

জেব—আপনার মঙ্গলের নিমিত্ত আমরা খোদার নিকট প্রার্থনা করব।

আকিল—আপনাদের পরিচয় দিতে যদি বাধা না থাকে—

আকবর—আমার নাম আকবর খাঁ, ইনি আমার ভাগিনী মখ্ফি।

আকিল—(সবিস্ময়ে) মখ্ফি—(চিন্তান্বিতভাবে) (অর্দ্ধস্বগত) কিন্তু এ' ছদ্ম নাম—খুব পরিচিত—কিন্তু নাঃ- ঠিক মনে করতে পারছিনা—ত—(আকবরের প্রতি) আচ্ছা, আপনারা যাবেন কোথায় ?

আকবর—আমরা কেল্লার কাছেই থাকি, চাঁদনিচকে যাবার পথে পৌছুলেই যেতে পারব।

আকিল—আমাকেও ত ওই দিকেই যেতে হবে; যদি বাধা না থাকে এই পথটা আপনাদের সঙ্গ-সুখলাভ করতে পারি কি ?

জেব—খাঁ সাহেব, বাধা আমাদের বিন্দুমাত্র নেই—বিশেষতঃ প্রাণ দাতার কাছে; কিন্তু আপনার বিনয়ে, আমরা নিতান্ত লজ্জিত বোধ করছি।

আকবর—আর, আপনি সঙ্গে থাকলে, এই এতটা নির্জ্জন পথ—বিশেষ করে আজিকার অভিজ্ঞতার পর—আমার ত একা যেতে সাহসই হয় না।

জেব—জানেন খাঁ সাহেব এই যে আমার ভাই ইনি হচ্ছেন বর্ত্তমান ভারতের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী বীর।

আকিল—(স্বগত) কারা এরা—নিশ্চয়ই সামান্য ব্যক্তি নয়? মখ্‌ফি—মখ্‌ফি—

আকবর—দেখ দিদি, দুর্গে ফিরতে, আজ—

জেব—(চুপ করিতে ইসারা করিয়া) চুপ।

আকিল—(স্বগত) মখফি—তাইত সে যে শাহজাদী জেবউন্নিসার ছদ্মনাম—আশ্চর্য্য! কথাটা এতক্ষণে মনে পড়েনি! দেখি—দেখি (আকবরের নিকটে গিয়া সবিস্ময়ে প্রকাশ্যে) একি—একি—সাহজাদা! (নতজানু হইয়া) বন্দেগী শাহজাদা! আপনি এসময়ে, এমন অসহায় অবস্থায়, আর সঙ্গে—

আকবর—শাহজাদী জেবউন্নিসা।

আকিল—বন্দেগী—শাহজাদী, আপনাকে পূর্ব্বে অভিবাদন করিনি, অপরাধ ক্ষমা করবেন।

জেব—অসহায় অবস্থায় পরিত্রাণ কোরে আপনি যে গভীর ঋণে আমাদের উভয়কে আবদ্ধ কোরেছেন সর্ব্বস্ব দিয়েও যদি সে ঋণের সামান্য পরিশোধ হয়, মনে রাখবেন খাঁ সাহেব, জেবউন্নিসা তাতেও পশ্চাৎপদ হবে না।

আকিল—(সবিনয়ে নতজানু হইয়া) শাহজাদী, আপনার এ অনুগ্রহের কথা দাসের চিরদিন স্মরণ থাকবে।

আকবর—কিন্তু আজকের এই ব্যাপারটা প্রকাশ পায়, আমি তা মোটেই পছন্দ করি না।

আকিল—নিশ্চিন্ত থাকবেন শাহজাদা, জীবন থাকতে এ ব্যাপার অপর ব্যক্তির কর্ণগোচর হবে না।

আকবর—কিন্তু এ কোন স্থান—আমরা কোথায় এসে পড়লুম, খাঁ সাহেব?

আকিল—আমরা চাঁদনি চকের কাছে এসে পৌঁছেছি, ঐ যে চকের প্রশস্ত পথ দেখা যাচ্ছে।

আকবর—তাইত এত কাছে—অথচ বুঝতে পারিনি। খাঁ সাহেব, এখান থেকে আমরা অনায়াসে দুর্গে পৌঁছুতে পারব—কিন্তু আপনি সঙ্গে থাকলে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ কর্‌বার আশঙ্কা আছে।

আকিল—শাহজাদার আদেশ শিরোধার্য্য।

আকবর—(আকিল খাঁর হাত ধরিয়া) সর্দার সাহেব, আগামী কল্য সন্ধ্যায় আপনার নিমন্ত্রণ রইল আমার খাস কামরায়। পদধূলি দান করতে কার্পণ্য করবেন না।

জেব—আপনি এলে আমরা কতদূর আনন্দিত হ'ব বলা যায় না।

আকিল—শাহজাদী, আপনার অতি সামান্য ইচ্ছা পালনে আকিল খাঁ তার শেষ রক্তবিন্দু উৎসর্গ করতে কুণ্ঠিত হবে না।

আকবর—বন্দেগী খাঁ সাহেব, কাল কিন্তু আসা চাই।

আকিল—বন্দেগী শাহজাদা, বন্দেগী শাহজাদী।

(আকবর ও জেবউন্নিসার প্রস্থান উদ্যম, অগ্রে আকবর পশ্চাৎ জেবউন্নিসা—আকিল খাঁর সহিত জেবউন্নিসার দৃষ্টি বিনিময়—জেবউন্নিসা সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে ধীরে ধীরে প্রস্থান)

আকিল—অনুমান সত্যে পরিণত হল!—শাহজাদী জেবউন্নিসা অপূর্ব্ব রূপসী—কিন্তু,—অসম্ভব—একেবারে অসম্ভব।

—পট ক্ষেপন—

দ্বিতীয় দৃশ্য

আকিল খাঁর গৃহ। কাল রাত্রি। আকিল খাঁর কক্ষের পার্শ্বে ফুলজানি দাঁড়াইয়া।

ফুল—কই এখনও ত ডাকলেন না? রোজই ত সন্ধ্যা বেলা আহারের পর আমাকে গান গাইতে ডাকেন। আজ কি ঘুমিয়ে পড়লেন। (জানালার পার্শ্বে গিয়া কক্ষ মধ্যে চাহিয়া দেখিল)—কৈ, না, ঘুমান্ নি ত? চুপ করে বসে স্থির দৃষ্টে উর্ধ্বে চেয়ে আছেন। আহা কি মনোহর মূর্ত্তি। কি সুন্দর আকর্ণ বিস্তৃত নয়ন। কি সুগঠিত নাসিকা! কি মনোহর ওষ্ঠদ্বয়। প্রশস্ত ললাটে চিন্তার গভীর রেখা। কি ভাবছেন! হয়ত অন্যমনস্ক হয়ে আমার কথা ভুলে গেছেন। আমি একবার ভিতরে যাই। আমাকে দেখ্‌লে নিশ্চয় আমার সঙ্গে কথা কইবেন।

(আকিল খাঁ কক্ষমধ্যে বসিয়াছিলেন, ফুলজানি ভিতরে প্রবেশ করিয়া)

ফুল—আমায় ডাকছিলেন?

আকিল—কৈ, আমি ত ডাকি নাই।

ফুল—(অপ্রস্তুত হইয়া) তা হলে আমার শুনতে ভুল হয়ে ছিল।

(দ্রুতগতিতে বাহিরে গেল)

আকিল—আজ সারাদিন এক মূহুর্ত্তের জন্যও সে চিন্তা ছাড়তে পারলুম না। কি অপরূপ সৌন্দর্য্য! কি সুমধুর কণ্ঠস্বর! এখনও যেন আমার কর্ণ কুহরে ধ্বনিত হচ্চে। কিন্তু আমি কি মূর্খ; কোথায় বাদশার কন্যা, আর কোথায় আমি, একজন সাধারণ ওমরাহ। (চিন্তা)

ফুল—(কক্ষের বাহিরে দাঁড়াইয়া)

ভেবেছিলাম আমাকে দেখ্‌লে কাছে ডাক্‌বেন। তাও ত ডাক্‌লেন না। যাই।—আচ্ছা একটু দাঁড়াই, এখান থেকে তাঁকে দেখি।

(বাতায়ন পার্শ্বে বসিল) এত শীঘ্র কেন চলে এলাম? একটু দাঁড়ালে নিশ্চয় আমার সঙ্গে গল্প করতেন। আমি একটু দাঁড়ালাম না কেন? এখন আবার কি করে ভিতরে যাই? গেলে আবার কি ভাববেন? এখন গেলে কিন্তু নিশ্চয় কথা বলবেন, আর একবার যাই।

(পুনরায় কক্ষমধ্যে প্রবেশ)

ফুল—প্রভু—

আকিল—কে, ফুল! আবার এসেছ?

ফুল—প্রভু, আপনার শরীর কি খারাপ হয়েছে?

আকিল—কৈ-না—শরীর-ত ভাল আছে।

ফুল—প্রভু আমি আপনাকে একটু বাতাস করি?

আকিল—না, ফুল আজ ত বেশী গরম নাই।

(ফুলজানি অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল)

আকিল—অনেক রাত হয়েছে ফুল। তুমি এবার ঘুমাতে যাও।

(ফুলজানি বাহিরে গেলেন)।

ফুল—একবার বসতেও বললেন না। কেন বলবেন? আমি কে? ক্রীতদাসী মাত্র। কেন আমি তা ভুলে যাই? কেন তুমি আমায় ভুলিয়ে দাও প্রভু?

———

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

প্রাতঃকাল। স্থান—সৎনামিদের পল্লী। হরি সিংহের গৃহ প্রাঙ্গন।

(হরি সিং, লছমী, পেয়াদাগণ, গোমস্তা, কিষণচাঁদ, জনৈক বৃদ্ধা ও সৎনামীগণ)

ক্ষেত্র কর্ম্মে প্রস্থানোদ্যত হরি সিং। লছমীর প্রবেশ।

লছমী—বাবা।

হরি সিং—কেন মা।

লছমী—আজ তোমাকে মাঠে যেতে দেবো না।

হরি সিং—কেনরে পাগলী ?

লছমী—(অনুনয়ের সুরে) না, আজ তোমার কিছুতেই মাঠে যাওয়া হবে না।

হরি সিং—তা ত শুনলাম,,কিন্তু কেন যাওয়া হবে না শুনি।

লছমী—না, বাবা।

হরি সিং—কেন যাব না তাই বল। আর মাঠে না গেলেই বা চলবে কি করে ; খাব কি ?

লছমী—আমরা না হয় না খেয়েই থাকব, তবু আজ তোমায় কিছুতেই যেতে দেব না।

হরি সিং—নাঃ, বুড়ো বয়সে দেখছি আমার এই ছোট মা'টীর হুকুমের চাপে অস্থির হোয়ে পড়তে হোল।

লছমী—বাবা।

হরি সিং—আচ্ছা দাঁড়া তবে, আমি কিষণচাঁদকে বলে দেখি যদি সে ওই ধারের জমিটায় লাঙ্গল দেবার কিছু ব্যবস্থা করতে পারে। কিন্তু তোর আজ কি হোল বল দেখি? সকালবেলা মুখখানা শুকিয়ে গেছে, চোখ দুটো ছল ছল করছে, কেন পিসি কি তোকে বকেছে?

লছমী—না, বাবা।

হরি সিং—তবে?

লছমী—আজ আমার বড় মন কেমন করছে।

হরি সিং—কেন মা? (লছমীর মস্তক বক্ষে ধারণ করিয়া) (কতকটা স্বগত) আহা, মাতৃহারা কন্যা আমার!

লছমী—(ধীরে কিঞ্চিৎ সরিয়া গিয়া) দেখ বাবা রাত্রে স্বপ্ন দেখলুম যে গোমস্তার লোকজন এসে তোমাকে ধরে নিয়ে গেল। খুব মারছে।

হরি সিং—আরে পাগলী স্বপ্ন কি সত্য হয়? আর গোমস্তারই বা করেছি কি? আচ্ছা আমি না হয় আজ বেরবোনা। হয়েছে তো?

লছমী—(সাহ্লাদে) বাবা।

হরি সিং—যা তুই ভিতরে যা, আমি দেখি কিষণচাঁদকে।

(লছমীর প্রস্থান)

ওঃ—একাধারে মা বাপ হওয়া কি কঠিন! (বাহিরে ১ম পেয়াদা—) এ হরি সিং—হরি সিং—হো।

হরি সিং—কে? কে ডাকে?

(পেয়াদাগণের সহ গোমস্তার প্রবেশ)

হরি সিং—অ্যাঁ! হুজুর যে! (স্বগত) আঃ, কি আপদ, সকাল বেলা ঠিকাদারের পেয়েদা। (পরে গোমস্তার দিকে ফিরিয়া) তারপর, সকাল বেলায় কি আজ্ঞে হয়, হুজুর?

গোমস্তা—(অঙ্গভঙ্গী সহকারে) কি আজ্ঞে হয় হুজুর। বলি বাকী খাজনার টাকাগুলো আনতে আজ্ঞা হয় হুজুর, আর কি আজ্ঞে হবে। যাও, এখন তাড়াতাড়ি যাও দেখি। নাঃ, তোদের জ্বালায় হাড় জ্বালাতন হল।

(পরে হরি সিংহের দিকে ফিরিয়া)

বলি দাঁড়িয়ে রইলি যে।

হরি সিং—(সবিস্ময়ে) বাকী খাজনার টাকা!

গোমস্তা—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাকী খাজনার টাকা। এ যে একেবারে আকাশ থেকে পড়লি দেখছি। জমী চাষ করিস, জমিতে চাল বেঁধে বাস করিস, আর খাজনা দিতে হবে শুনে যে চমকে উঠলি। যাও বাপু, যদি ভাল চাও ত শিগগির খাজনার দরুণ ১৪৷৵১৫ পয়সা সুদের দরুণ ২৫৲৫ আর আমার এবং পেয়াদাদের প্রাপ্য ২৬৷⁄১০, একুনে ৯৮৲⁄১৫ ক্রান্তি এনে দিয়ে কথা কইবে।

(গোঁপে চাড়া দিয়া স্বগত)

আমি হলুম সাহান সাহা বাদসা, খোদ আওরংজেবের সুবেদার ওমরা আবদার রহমানের প্রধান ঠিকাদার, সুন্দর সিং জীর পেয়ারের গোমস্তা জব্বরদস্ত খাঁ, বেটা ভাবলে কিনা আমি ওর সঙ্গে রসিকতা করছি।

(পরে হরি সিং-এর দিকে ফিরিয়া)

কই এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছিস যে, নাঃ তুই বেটা দেখছি ভারি বজ্জাত, সহজে হবে না।

হরি সিং—কি বলছ হুজুর, অষ্ট নব্বুই টাকা বাকী খাজনা! হুজুর, আমার বাপও যে এত টাকা একসঙ্গে দেখেনি। আর আর আমার ত খাজনা বাকি নেই, হুজুর।

গোমস্তা—নেই বল্লেই নেই, খাতায় লেখা রয়েছে জলজল করছে। ব্যাটা বলে কিনা নেই। দেখ, আমার সঙ্গে ওসব চালাকি খাটবে না। ভাল চাও তো শিগগির এনে দাও।

হরি সিং—গরীব মানুষ হুজুর, এত টাকা কোথায় পাব হুজুর।

গোমস্তা—(পেয়াদাগণের প্রতি) আরে বদমাস, মারো শালাকো।

(পেয়াদাগণ কর্ত্তৃক হরিসিংকে প্রহার)

(বেগে লছমীর প্রবেশ)

লছমী—ওগো, আমার বাবাকে মেরো না।

(পেয়াদা কর্ত্তৃক হরিসিংকে প্রহার)

গোমস্তা—আরে কেয়া খাপ্ সুরত !

(লছমীকে ধরিবার চেষ্টা)

হরি সিং সবলে পেয়াদার হাত ছাড়াইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে গোমস্তাকে আক্রমণ করিল।

গোমস্তা—আরে বাপরে, জান গিয়া (বসিয়া পড়িল)।

পেয়াদাগণ যুগপৎ হরি সিংকে আক্রমণ করিল। হরি সিং আহত হইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া পড়িয়া গেল।

লছমী—(উচ্চৈঃস্বরে) ওগো আমার বাবাকে মেরে ফেল্লে।

প্রথমে কিষণচাঁদ পরে অন্যান্য সৎনামিগণের প্রবেশ।

সৎনামীগণ—কি হয়েছে ? কি হয়েছে ?

লছমী—মেরে ফেল্লে, এরা আমার বাবাকে মেরে ফেল্লে।

কিষণচাঁদ ও সৎনামীগণ কর্ত্তৃক পেয়াদাগণকে আক্রমণ ও প্রহার। পেয়াদাগণের পলায়ন। কিষণচাঁদ কর্ত্তৃক গোমস্তাকে পদাঘাত। গোমস্তার পলায়ন।

লছমী—(হরি সিংহের পার্শ্বে বসিয়া)

বাবা, বাবা, ও বাবা।

কিষণচাঁদ—জল, জল, শিগগির জল আন।

(দ্রুত এক ব্যক্তির প্রস্থান ও জল আনয়ন)

কিষণচাঁদ—(হরি সিংএর মুখে জল দিয়া)

কাকা, কাকা।

হরি সিং—(ধীরে ধীরে বুকে হাত দিয়া) ওঃ, পরে লছমীর হাতখানা লইয়া কিষণচাঁদের দিকে ধীরে আগাইয়া দিয়া কহিল—দে খো—লছমী। (মৃত্যু)

(হাত পড়িয়া গেল)

লছমী—বাবা, বাবা—(মূর্চ্ছিত)

কিষণচাঁদ—(দাঁড়াইয়া উঠিয়া—স্তম্ভিতের ন্যায়) ওঃ, সব শেষ। কিছু পরে লছমীর নিকট গিয়া ডাকিল—“লছমী, লছমী।”

(বৃদ্ধার প্রবেশ)

বৃদ্ধা—আ—হা—হা, জল দে, বাছার মুখে চোকে জলের ছাট দে। কিষণচাঁদ লছমীর মস্তক ক্রোড়ে লইয়া মুখে চোকে জল দিতে লাগিল।

পট ক্ষেপন।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কাল—অপরাহ্ন। স্থান—মন্দির প্রাঙ্গণ। সৎনামীগণ মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। কেহবা প্রণামান্তে ফিরিতেছে। তাদের মুখে চোখে ভয়ের চিহ্ন, চতুর্দ্দিকে সন্ত্রস্তভাব। মন্দির সোপানে জনৈক বৃদ্ধা উপবিষ্টা।

১ম সৎনা—(২য় প্রতি) আজ আবার কি হয়েছে শুনেছ? মনিয়াকে পাইকরা ধরে নিয়ে গেছে। সকালে ইদারায় জল আনতে

যাচ্ছিল, পথের মধ্যে পাইকরা তাকে ধরে, সে চিৎকার করাতে কালু আর হরি তেওয়ারী ছুটে আসে, কিন্তু মনিয়াকে তারা রাখতে পারেনি; পাইকরা তাদের জখম করে মনিয়াকে নিয়ে পালাল।

২য় সংনা—তাইতো হে, ব্যাপার যে রকম দাঁড়াচ্চে তাতে তো আর এখানে বাস করা চলে না। এস্থান ছেড়ে যাওয়াই ভাল। তাই আমি মনে কচ্ছি যে চল আমরা সকলে গ্রাম ত্যাগ করি।

৩য়—কোথায় যাব? সেখানে যে অত্যাচার হবে না তারই বা ঠিক কি? আর তা ছাড়া আমরা গেলে আমাদের দেবতাকে দেখবে কে? আমাদের নন্দদুলালের—

১ম—আরে রেখে দাও তোমার নন্দদুলাল। এই তো রোজ এত পূজা দিচ্ছি, সকলে মিলে প্রাণের ব্যাথা জানাচ্চি, কি কর্চ্চেন তিনি? অত্যাচার কি কিছু কম্‌ছে? ওসব দেবতা টেবতা সত্যযুগে হয়তো জাগ্রত ছিল, এখন যত পাথরের ঢিপি, লোকের দুঃখ বুঝে না, বিপদের প্রতিকার করে না।

জনৈকা বৃদ্ধা ভৈরবীর প্রবেশ।

(উঠিয়া) থাম, থাম, পাপীর দল,—জিভ খসে যাবে—নিজেদের অক্ষমতার দোষ দেবতার উপর চাপাস্‌ নি।

(সকলে চুপ করিল ও বৃদ্ধাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল।)

বৃদ্ধা—তোদের দেশ আজ বিপন্ন, তোদের মা, বোন, পরিবারের ইজ্জৎ নষ্ট হতে চললো, তোদের ছেলেপিলের প্রাণ আর নিরাপদ নয়, কিন্তু তোরা কি কচ্ছিস? স্ত্রীলোকের মত লুকিয়ে বেড়াচ্ছিস; দেবতার কাছে দুঃখ জানাচ্ছিস আর তাকে দুষ্‌ছিস্‌। ওরে বোকার দল, তোরা বুঝছিস্‌ না—এই যে আজ তোদের উপর অত্যাচার হচ্ছে, তোদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা

চলছে, এযে তাঁরই ইচ্ছা, মানুষকে যে তিনি দুঃখ দিয়ে জাগান,—দুঃখের মধ্যে বিপদের মধ্যেই মানুষের আত্মা জেগে উঠে অত্যাচারের বিরুদ্ধে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে। তোরা ত দেবতার কাছে বলিস ভগবান আমাদের রক্ষা কর; আমাদের বিপদ দূর কর; আমি তাঁর কাছে দিনরাত কি জানাচ্ছি জানিস—হে বিপদ তারণ, এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে এদের দাঁড়াবার ইচ্ছা দাও, শক্তি দাও। ওরে, তোরা জেগে ওঠ, তোরা একত্রিত হয়ে দাঁড়া, তাহলেই তিনি জাগবেন।

(কিষণ ও লছমীর প্রবেশ)

কিষণ—হাঁ, তাহলেই তিনি জাগবেন, আমাদের মধ্যে মূর্ত্ত হয়ে, আমাদের মনে, প্রাণে, কর্ম্মে। ঠিক বলেছ বুড়ি মা, দেবতা জাগেন আমাদের অন্তরের প্রেরণার মাঝে। ভাইসব এই যে আজ আমরা তাঁর মন্দিরে সমবেত হয়ে, অত্যাচার, অপমানে দিশেহারা হয়ে প্রতিকার চাইছি, আজ আমাদের এই চাওয়ার দাবীর মধ্যেই দেবতা জেগেছেন। চেয়ে দেখ মন্দির মধ্যে ঐ নব জ্যোতির বিকাশ।

(সকলে মন্দিরের সোপানে উঠিয়া দাঁড়াইল, মন্দির অভ্যন্তর জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল।)

১ম সৎ—ওরে অন্ধকারে আজ আলো ফুটেছে, দেখ, দেখ, দেবতা আজ মুখ তুলেছেন। আমাদের দেবতা আজ জেগেছেন।

কিষণ—হ্যাঁ, ভাইসব, দেবতা জেগেছেন। এস আমরাও আজ জেগে উঠি, নবজীবনের আলোকের মধ্যে—দৈবশক্তির প্রেরণা নিয়ে।

বৃদ্ধা—ওরে একবার তোরা ভায়ে ভায়ে এক হয়ে দাঁড়া, বড় দুর্দ্দিন রে, বড় দুর্দ্দিন। আমাদের মা আজ বিপন্না, দেবালয় চূর্ণ, তীর্থস্থান পরিত্যক্ত, দেবতা লাঞ্ছিত। তোরা কি এ অপমানের

প্রতিশোধ নিবি না? তোরা কি এই লাঞ্ছনার প্রতিকার করবি না?

সকলে—আমরা জাগবো, আমরা এ অপমানের প্রতিশোধ নেব।

কিষণ—ভাইসব আমরা আর ঘরের কোনে মরব না। আমরা আমাদের মায়ের, ভায়ের চোখের জল আর দেখবো না, আমরা এর প্রতিকার কর্ব্বো। এস, ভাইসব, আজ এই দেবতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে শপথ করি আমরা ভায়ে ভায়ে এক হয়ে জাগবো। মায়ের দুঃখ দূর করবো।

১ম সৎ—আমরা জাগবো। মায়েব দুঃখ আমরা দূর করবো।

কিষণ—এস ভাইসব, আজ আমবা এক হয়ে মায়ের আহ্বানে মাতৃশক্তিব প্রেরণায় ছুটে যাই। পথের কাঁটা আজ কমল হয়ে উঠবে,—পাহাড় সরে যাবে; অত্যাচারীর হাত থেকে রাজদণ্ড খসে পড়বে।

১মসৎ—অত্যাচারীব দমন হবে?

কিষণ—নিশ্চয় হবে। সত্যের কাছে, ধর্ম্মেব কাছে, মিথ্যা ও অধর্ম্মের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। কিসের ভয়,—মৃত্যুর? আমরা ত মরেই আছি, এস ভাই সব, আজ মৃত্যুর প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে, ভাই ভায়ের স্নেহেব আলিঙ্গনে বদ্ধ হয়ে বেঁচে উঠি, অনন্ত জীবনের মাঝে।

সকলে—তাই হবে—আমরা তাই করবো।

জয় নন্দদুলালের জয়

জয় কিষণচাঁদের জয়

(কিষণ ও লছমী ব্যতীত সকলের কোলাহল করিতে করিতে প্রস্থান)

লছমী সোপানে বসিয়া রহিল। কিষণ মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিল। দূরে দিগন্তের রংয়ের খেলা মন্দিরগাত্রে প্রতিফলিত হইল।

লছমীর দৃষ্টি দিগন্তে বিন্যস্ত। কিষণ মন্দির হইতে বাহিরে আসিল।

কিষণ—লছমী,

লছমী তাহার মুখের দিকে চাহিল। কিষণ চাঁদ লছমীর দিকে চাইয়া রহিল।

লছমী—আমার চোখে কি দেখছ কিষণ?

কিষণ—দেখছি অশ্রুর উৎস। নিখিলের অনন্ত বেদনা তোমার ঐ আঁখিতে। বল লছমী, বল, কি তোমার এত ব্যথা। তুমি কি এখনও শোক সম্বরণ করতে পারনি?

লছমী—না কিষণ, বাবার শোক আমি সইতে পেরেছি।

কিষণ—তবে?

লছমী—তোমাদের এই যুদ্ধের আয়োজনে আমার প্রাণ কাতর হচ্ছে, এ যুদ্ধ কি রহিত হতে পারে না?

কিষণ—যুদ্ধ রহিত! অসম্ভব। দীর্ঘদিনের অত্যাচারে, একটা জাত দেবতার আশীর্ব্বাদে জেগে উঠেছে এখন এমন অশুভ কথা কেন লছমী?

লছমী—তোমরা আজ যুদ্ধের আনন্দে মেতেছ, কিন্তু আমি কি ভাবছি জান—

কিষণ—কি,—আমাদের জয় আমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ?

লছমী—না, তবে যুদ্ধ যখন অবশ্যম্ভাবী, তখন তোমাদের যেন জয় হয়। কিন্তু আমি ভাবছি কিষণ, যুদ্ধের পরিণাম। এই যুদ্ধের ফলে কত পরিবার অনাথ হবে, কত হতভাগিনী স্বামী হারাবে, পুত্র হারা হবে। কত অভাগা এই যুদ্ধে আমারই মত পিতাকে হারাবে। তাদের সেই মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ, আমি এখনই শুনছি।

কিষণ— সকল যুদ্ধেব ফলই তাই। অত্যাচারের, অপমানের, লাঞ্ছনার প্রতিকার কর্ত্তে অনেক সময় যুদ্ধ ছাড়া উপায় থাকে না। আমাকে যুদ্ধে যেতেই হবে। আমায় বিদায় দাও লছমী।

লছমী— না, দিব না। আমিও যুদ্ধে যাব।

কিষণ—তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে যাবে—মরণের লীলা ভূমিতে!

লছমী—হ্যাঁ, আমি যাব। না বোলনা, তাহলে আর আমার যাওয়া হবে না। আমি যাব, কিন্তু যুদ্ধ কর্ত্তে নয়, আহতের সেবা কর্ত্তে, তাদের বাঁচিয়ে তুলতে—জীবনের পথে ফিরিয়ে আনতে। আমার যত্নে, সেবায়, যদি এক জনকে বাঁচাতে পারি—তাহলে, অন্ততঃ একজন নারী স্বামী হারাবে না, পুত্র ফিরে পাবে, আমার মত পিতৃহারা হবে না। আর যদি না পারি, যদি আমার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়, তাহলে অন্ততঃ মুমূর্ষুব মৃত্যু যন্ত্রণা কিছু কমাতে পাবব।

কিষণ—সুন্দর, লছমী তুমি এত সুন্দর। তোমার এ মহীয়সী মাতৃমূর্ত্তি পূর্বে কখনও আমার চোখে পড়েনি। আজ এই মরণের কুলে দাঁড়িয়ে দেখছি,—তোমাব অপূর্ব্ব মূর্ত্তি,—সারা বিশ্ব তোমার চরণে লুটিয়ে পড়ছে। তাই হোক লছমী, চল আমাদের সঙ্গে তোমার মৃত্যুর কঠোর পথে তোমার করুণাবারি বর্ষিত হোক।

লছমী—চল, আমরা মন্দিরে প্রণাম করে আসি।

(মন্দির হইতে ফিরিয়া)

এবার তুমি একবার দাঁড়াও, প্রণাম করি। (প্রণাম)

তৃতীয় দৃশ্য

গৃহের সম্মুখে নদী। নদীর পরপারে সূর্য্য অস্ত যাচ্ছেন। অস্তোমুখ সূর্য্য কিরণে মেঘগুলি বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে।

(সুন্দর সিংহের স্ত্রী কমলাবাই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া অস্তোমুখ সূর্য্যের দিকে চাহিয়া বলিল)

কমলাবাই—আহা কি সুন্দর দৃশ্য। নদীর পরপারে, বনানীর অন্তরালে সূর্য্য অস্ত যাচ্ছেন। ছোট ছোট মেঘগুলি বিচিত্র বর্ণে সজ্জিত হোয়ে উৎসব গৃহের বালক বালিকার ন্যায় শোভা পাচ্ছে। মৃদু সমীরণ তরঙ্গিত নদী জলে তাদের ছায়া কি সুন্দর কাঁপচে। ওপারের যাত্রী নিয়ে খেয়া নৌকা চলেছে। দিনের কেনা বেচা শেষ করে, দরিদ্র চাষী মজুর. তাদের ঘরে ফিরে চলেছে। ঐ ওপারের বনের ধারে ক্ষুদ্র কুটির দেখা যাচ্ছে। ঐখানেই বোধ হয় এদের ঘর। এইসব দরিদ্র লোকের সংসারের কথা, সুখ, দুঃখের কাহিনী. আমার শুনতে এত ইচ্ছা করে। কিন্তু কে আমাকে বলঁবে ?

(সুন্দর সিংহের প্রবেশ)

কমলাবাই—দেখ, দেখ, আজ সূর্য্যাস্তের কি সুন্দর শোভা হয়েছে।

সুন্দর সিং—সূর্য্যাস্ত ত দেখছি, কিন্তু কোন শোভা দেখতে পাচ্ছি না।

কমলাবাই—কেন ?

সুন্দর সিং—আজ যে সংবাদ এসেছে, তাই পেয়ে, পৃথিবীর সকল সুন্দর জিনিষ আমার কাছে শ্রীহীন হয়ে গেছে।

কমলাবাই—কি সংবাদ প্রভু ?

সুন্দর সিং—সৎনামীদের দমন করবার জন্য আমি গোমস্তা ও একদল পেয়াদা পাঠিয়েছিলাম ; তারা সৎনামীদের কাছে হেরে গেছে।

কমলাবাই—ওঃ এই মাত্র ?

সুন্দর—কিন্তু এ যে বড় দুঃসংবাদ কমলা। সর্ব্বত্র প্রচার হয়ে যাবে, যে আমি সৎনামীদের দমন কর্ত্তে পারলাম না। এর পর, রাজদরবারে, আমার উন্নতির পথ চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে।

কমলাবাই—কেন সৎনামীরা কি করেছে?

সুন্দর সিং—আমাদের একজন গোমস্তা একজন সৎনামী কৃষকের মেয়েকে অপমান করে, কৃষক বাধা দেয়, তাতে পেয়াদা মাথায় লাঠি মারে, লোকটা মারা যায়। তখন একদল সৎনামী চাষা মিলে আমাদের গোমস্তা ও পেয়াদাদের আধমরা করে ফেলে।

কমলা—কিন্তু এ'ত বড অন্যায় কথা! বাদশার লোকেরা গৃহস্থ বাড়ীর মেয়েছেলেকে অপমান করবে, আর বাধা পেলে তাদের মাথা ফাটিয়ে দেবে।

সুন্দর—তোমার কাছে ঐটাই বড় হল? আর তাদের যে আধমরা করে ফেললো, সেটা কিছুই নয়?

কমলা—আচ্ছা তুমিই বল, কোনটা বেশী অন্যায়? মেয়েছেলের অপমান, নিরপরাধ লোকের হত্যা,—না, উত্তেজনার বশে অপরাধীকে প্রহার করা?

সুন্দর—তুমি ভুলে যাচ্ছ কমলা, অপরাধী একজন সামান্য লোক নয়, সে বাদশার পেয়াদা।

কমলা—হোক, বাদশার পেয়াদা। গৃহস্থ বাড়ীর মেয়েছেলেকে অপমান করবার ক্ষমতা, স্বয়ং বাদশারও নেই, বাদশার পেয়াদা তো দূরের কথা।

সুন্দর—ও রকম ভাবে কথা বলতে নেই কমলা। বাদশা ও তাঁর কর্ম্মচারীদের সর্ব্বদা সম্মান করা কর্ত্তব্য।

কমলা—তাদেরও কর্ত্তব্য এরূপ আচরণ করা, যাতে লোকের পক্ষে সম্ভব হয়, তাঁদিকে সম্মান করা।

সুন্দর—বাদশা ও তার কর্ম্মচারিদের আচরণ ওভাবে বিচার করতে হলে ত চাকরী করা চলে না।

কমলা—চাকরী যে করতেই হবে, তার কি কোন মানে আছে, প্রভু? তোমার নিজের যে সম্পত্তি আছে, তাতে আমাদের অনায়াসে দিনপাত হচ্ছিল। বড়লোক হবার আশায়, সম্মানের আশায়, তুমি চাকরী নিলে। বড় লোক হয়ত আমরা হচ্ছি, সম্মানও বাড়ছে, কিন্তু তার সঙ্গে মনের সুখ কি আমাদের বাড়চে? আগে গ্রামের ক্ষুদ্র কুটিরে কেমন সুখে আমাদেব দিন কাটিত। তখন তোমার মন তো কখন অপ্রসন্ন দেখিনি; এখন তোমার সে প্রফুল্লতা নেই, দিন রাত চিন্তা, ঘুম হয় না, আমার তো অনেক সময় মনে হয় আবার যেন আমি তোমাকে নিয়ে আমাদের পাড়াগাঁয়ে গিয়ে, আত্মীয় স্বজনের মাঝখানে আগেকার মত সরল জীবন-যাপন কর্ত্তে পারি। লোকের সম্মান পেলে তো তত সুখ হয় না প্রভু, যত সুখ হয় লোকের স্নেহপ্রীতি পেলে। আমার ত ভাল লাগে; লোকে সেলাম করে দূরে না দাঁড়িয়ে যেন হাসি মুখে কাছে এসে বসে। তাদের সঙ্গে দুদণ্ড প্রাণ খুলে কথা কইলে কত সুখ হয়।

সুন্দর—এ সব তোমার কল্পনা, কমলা, পল্লীজীবন আর সহরের জীবন, দুই স্বতন্ত্র জিনিষ। সহরের জীবন আমি বেছে নিয়েছি। পল্লীজীবনের জন্য বৃথা আক্ষেপ করে এখন ফল নেই।

কমলা—প্রভু, তোমার যেমন ইচ্ছা। কিন্তু আমার মনে হয় একবার ভুল করে ফেললে, চিরকাল সেই ভুলই ধরে না থেকে, তা শোধরাবার চেষ্টা করা উচিত।

সুন্দর—এটা যে ভুল, তা আমি এখনও বুঝিনি। আপাততঃ কাল আমাকে নাগোলে ফৌজদারের সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে। সকাল সকাল বন্দোবস্ত করে দিও।

চতুর্থ দৃশ্য

কাল সন্ধ্যা—স্থান—নাগোলের ফৌজদার আবদার রহমানের শিবির।

আবদার রহমান সুরা পান করিতে করিতে—

আবদার—কেরামৎ, কেরামৎ।

কেরামৎ—(নেপথ্যে) জী হুজুর।

(পরে প্রবেশ করিয়া)

বন্দে গী মেহেরবান।

আবদার—কই, তোমার লক্ষ্ণৌয়ের নূতন বাইজী কই ?

কেরামৎ—তাই ত হুজুর, তাইত।

আবদার—তাই ত কিহে ? শীঘ্র ডেকে আন ?

(প্রহরীর প্রবেশ।

আবদার—কি সংবাদ ?

প্রহরী—ঠিকাদার সুন্দর সিং।

আবদার—এই খানেই নিয়ে এসো।　　　　(প্রহরীর প্রস্থান)

(সুন্দর সিংহের প্রবেশ)

সুন্দরসিং—বন্দেগী, জনাব।

আবদার—সেলাম সিংজী, এমন অসময়ে ?

কেরামৎ—তাইত আমোদটা সব মাটী করে দিলে।

সুন্দরসিং—বড়ই বিপদে পড়ে অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করতে এলুম, মাফ্ করবেন।

আবদার—কি, ব্যাপার কি ?

সুন্দরসিং—সৎনামীদের কাছে বার বার খাজনা আদায় করতে না পেরে, এবারে আমার গোমস্তার অধীনে একদল সিপাহী দিয়ে খাজনা আদায় করতে ও তাদেয় নেতাকে ধরে আনতে হুকুম দিয়াছিলাম ; তা হুজুর সিপাহীদের একটী প্রাণীও বেঁচে নেই, গোমস্তা প্রহারে জর্জ্জরিত হয়ে কোন প্রকারে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছে। সৎনামীরা সম্রাটের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে, বলে আমরা স্বাধীন।

আবদার—বটে, তাদের নেতা, কে ?

সুন্দরসিং—কিষণচাঁদ।

আবদার—সংখ্যায় তারা কত হবে ?

সুন্দরসিং—হুজুর, তাদের বেশী ভাগই যুদ্ধ বিদ্যায় অশিক্ষিত। তবে শিক্ষিতের সংখ্যা বোধ হয় ৫০০০রের বেশী হবে না।

আবদার—আচ্ছা আমি এর ব্যবস্থা করছি। আপনি বিশ্রাম করুণ গে।

সুন্দর—বন্দেগী।

আবদার—সেলাম।

(সুন্দরের প্রস্থান)

আবদার—হেঃ, এই ক'বেটা চাষাদের জব্দ করতে পারলে না। এই সামান্য কাজের জন্য আমাকে ফৌজ পাঠাতে হবে ?—ছিঃ, ছিঃ লোকে বলবে কি ?

কেরামৎ—লোকে কি বলবে, তা ত এখন থেকে বলতে পারা যায় না। আপনি যদি হেরে যান, লোকে বলবে ছিঃ, ছিঃ, এই সামান্য ক'বেটা চাষাকে ফৌজদার সাহেব সাজা দিতে পারলেন না। তিনি নেহাৎ অপদার্থ।

আবদার—আমি হেরে যাব? সৎনামীদের কাছে? তুমি বল কি?

কেরামৎ—আমি কি বলি সেটা কোন কাজের কথা নয়। আমি যদি খুব বেশী করে বলি, ফৌজদার সাহেব জিতে যাবেন, তাতে আপনার বিশেষ সুবিধা হবে বলে তো মনে হয় না।

আবদার—তোমার সঙ্গে তর্ক করবার প্রয়োজন নাই। এখনই পরিচয় পাবে। আচ্ছা যুদ্ধ কেমন করে করতে হয় তোমাকে দেখিয়ে দেওয়া যাক্। আমি একজন চর পাঠাব; সে দেখে আসবে সৎনামীরা কোথায় একত্রিত হয়েছে। তাদের অবস্থান জানা গেলে, আমার সৈন্যদল দুই ভাগে ভাগ করব। এক ভাগ সম্মুখ দিয়ে আক্রমণ করবে, আর এক ভাগ তাদের অজ্ঞাতসারে হঠাৎ তাদের পশ্চাৎদিকে উপস্থিত হয়ে আক্রমণ করবে। তখন তারা না পারবে এগোতে, না পারবে পেছোতে। কলে যেমন ইন্দুর ধরা পড়ে ঠিক সেই রকম অবস্থা হবে।

কেরামৎ—আপনার প্রস্তাব অতি উত্তম। কিন্তু সৎনামীরা এ প্রস্তাবে সম্মত হবে কি না আমি সন্দেহ করি।

আবদার—অর্থাৎ?

কেরামৎ—এই ধরুন না যদি তারাই এগিয়ে এসে আমাদের আক্রমণ করে?

আবদার—সৎনামীরা আমাদের আক্রমণ করবে?

কেরামৎ—আপনি কি মনে করছেন তারা আপনাকে নিমন্ত্রণ করে পোলাও কালিয়া খাইয়ে দেবে?

আবদার—হাঃ—হাঃ—হাঃ, কেরামৎ বেশ সরস কথা বলতে পারে। কিন্তু তোমার এ আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক। সৎনামীদেব এরূপ স্পর্দ্ধা হবে না যে ফৌজদারের সৈন্য আক্রমণ করবে। তারা জঙ্গল থেকে কিছুতেই বেরুবে না

(এই সময় একজন সৈনিক ব্যস্ত ভাবে প্রবেশ করিয়া বলিল)

সৈনিক—হুজুর, সৎনামীরা আমাদের সৈন্যদের আক্রমণ করেছে।

আবদার—অ্যাঁ, বল কি, সৈনিক ?

কেরামৎ—সত্যইত। আক্রমণইত করেছে। তা তোমার কিন্তু কিছুতেই বলা উচিত হয়নি।

আবদার—না, না, আর রহস্যের সময় নাই! সৈনিক তুমি বকাউল্লাকে তুর্য্যধ্বনি করতে বল। আর সব সৈনিককে যুদ্ধ সাজ করতে বল।

সৈনিক—যে আজ্ঞা হুজুর।

(সৈনিক নিষ্ক্রান্ত হইল)

কেরামৎ—এই সময় আপনি তো বাহিরে গিয়ে সৈনিকদের উৎসাহিত করলে ভাল হয় না কি ?

আবদার—না হে, যুদ্ধ বিগ্রহ তোমরা বোঝ না। আমাদের সিপাহীরা এখনও সজ্জিত হয় নি। হয়ত কয়েকটা সৎনামী চাষা একেবারে আমাদের তাঁবুর নিকট উপস্থিত হতে পারে।

কেরামৎ—বেটারা ত ভারি অভদ্র!

আবদার—আর এই সময় বাহিরে যাওয়া খুব বিপদ জনক।

কেরামৎ—তাও ত বটে। সম্রাটের বোধ হয় আদেশ আছে আমাদের সৈন্যরা হেরে যায় যাক্; আপনি যেন কোন বিপদে আপদে না যান।

(নেপথ্যে কোলাহল)

জয় নন্দদুলালের জয়।

আবদার—বেটারা কি একেবারে ছাউনির মধ্যে এসে পড়ল না কি হে ?

কেরামৎ—ভারি অন্যায়, আমি একবার দেখে আসি। আপনার একা থাকতে ভয় করবে না ত হুজুর।

(কেরামৎ নিষ্ক্রান্ত)

আবদার রহমান কক্ষ মধ্যে পদচারণ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন।

আবদার—এত বিষম মুস্কিলে পড়া গেল দেখ্‌ছি। বেটারা যে এ রকম অসমসাহসিক কাজ করবে, কখনও ভাবিনি।

(নেপথ্যে কোলাহল, কোলাহলের মধ্যে মাঝে মাঝে শোনা যাইতেছিল, "জয় নন্দদুলালের জয়"।)

আবদার—এ যে দেখ্‌ছি হিন্দুদের জয়ধ্বনি। ব্যাপার তো সুবিধা বলে বোধ হচ্ছে না। এখানে থাকাও ত বেশ নিরাপদ নয়। পালাই কোথা? তাঁবু থেকে বেরোলেই হয়ত বেটাদের হাতে পড়ে যাব।

(একজন সৈনিকের দ্রুত প্রবেশ)

সৈনিক—হুজুর আমাদের সৈন্যরা হেরে যাচ্ছে।

আবদার—হেরে যাচ্ছে কিরে?

সৈনিক—তারা সব সজ্জিত হোয়ে অস্ত্র ধরবার পূর্ব্বেই সৎনামীরা আমাদের সৈন্যদের উপর এসে পড়েছে।

(কেরামতের পুনঃ প্রবেশ)

কেরামৎ—উঃ, কি সাহস তাদের?

সৈনিক—আমাদের সৈন্যদের হাতে একটা বন্দুক দেখলে, একসঙ্গে পাঁচজন সৎনামী, লাফিয়ে পড়ছে, একজন হয়ত মারা যাচ্ছে, বাকী কয়জন আমাদের সৈনিককে হত বা আহত করে বন্দুক কেড়ে নিচ্ছে, আমাদের সৈন্যদের মধ্যে, আবার একটা গুজব রটেছে যে সৎনামীরা আপনাকে ধরে নিয়ে গেছে।

কেরামৎ—হুজুর, আপনি যদি এ সময় একবার বাহিরে এসে দাঁড়ান,—

সৈনিক—তা হলে আমাদের ভগ্নোৎসাহ সৈন্যগণ হয়ত আবার ফিরে দাঁড়াতে পারে।

আবদার—তুমি কি পাগল হয়েছ! এই হেরে যাবার মুখে দাঁড়াতে গিয়ে শেষে প্রাণ খোয়াব?

নেপথ্যে কোলাহল,

জয় নন্দলালের জয়।

আবদার—ঐ, ঐ, এসে পড়ল বুঝি। এই দিক দিয়ে বেরোলে বোধ হয় এখনও পালাবার সময় আছে। কেরামৎ, আমার সঙ্গে এস। ঘোড়াটা ধরে দিবে।

(নেপথ্য চীৎকার, আগুন, আগুন)

আবদার—তাইত কেরামৎ, তাঁবুতে যে আগুন লেগেছে। চল, চল, পালাই।

কেরামৎ—(আবদার রহমানকে জড়াইয়া ধরিয়া) কোথায় যাবেন হুজুর, আমার বড় ভয় করছে, হুজুর।

আবদার—আঃ, ছাড় ছাড় কেরামৎ, পালাও পালাও।

কেরামৎ—হুজুর, পালাবেন কোথায় হুজুর? (দ্বারের দিকে দেখাইয়া) ঐ দেখুন হুজুর (দ্বারে সশস্ত্র কিষাণচাঁদের আবির্ভাব)

আবদার—অ্যাঁ, তাইত চারিদিক জ্বলিয়া উঠিল।

কেরামৎ—পুড়ে মলুম, হুজুর, পুড়ে মলুম। (সবেগে পলায়ন)

আবদার—দাঁড়াও কেরামৎ (পলায়ন)

নেপথ্যে চিৎকার

"জয় নন্দদুলালের জয়"।

পটক্ষেপন।

———

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

জেবউন্নিসা—তুই বলনা মতি, তোর বাড়ির কথা।

মতি—তোমার কেমন সখ দিদিমণি, বাদশার মেয়ে হয়ে গরীবের ঘরের কথা শুনতে তোমার এত ভাল লাগে।

জেব—হলেই বা গরীব, তাদেরও সুখ দুঃখ আছে। দেখ মতি, আমার ত বড়মানুষির উপর অরুচি ধরে গেছে। শুধু সোনা, রূপা, হীরা, জহর, মাণিক, মুক্তা এ সকলে কি সুখ হয়?

মতি—তোমাদের এখানে এত দামী জিনিষের ছড়াছড়ি অথচ তার একটুখানি পেলে কত গরীবের দুঃখ ঘুচে যায়। এখানে রোজ পোলাও কালিয়া নষ্ট হচ্ছে, আর গরীবের ঘরে কচি কচি ছেলেরা খিদেয় কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়ে, পেট ভরে খেতে পায় না। এখানে এত দামী পোষাক বাক্সতে পোকায় কাটছে, আর গরীবের ছেলেদের শীতকালে অসুখের সময় বুকে দিতে একটু কম্বলও জোটে না।

জেব—আমার ইচ্ছা হয় আমার সমস্ত দামী গহনা কাপড় গরীব লোকদের বিলিয়ে দিই। মা টের পেলে রাগ করবেন। তাই পারি না। আচ্ছা, যা জিজ্ঞাসা করছিলাম তাই বল। তুই মুসলমানেদের বাড়ীতে কতদিন থেকে আছিস?

মতি—সে আজ ৬।৭ বছরের কথা। আমার মেয়েটি তখন ৮ বছরের। আহা বাছা যদি বেঁচে থাকে তাহলে ১৫ বছরের হয়েছে।

জেব—তুই কি ইচ্ছা করে মুসলমানের বাড়ী কাজ করতে এসেছিলি?

মতি—তা আবার কেউ আসে? (সরোদনে) আমাকে ধরে এনেছিল। দিদিমণি, জোর করে ধরে এনেছিল। উঃ সে কাল রাত্তিরের কথা এখনও মনে পড়লে আমার সমস্ত শরীর শিউরে ওঠে। আমার সোয়ামী সেই দিন সন্ধ্যা হবার অনেক আগেই ক্ষেত থেকে বাড়ী ফিরে এল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আজ এত শিগ্রি ফিরলে? সে বললে কি জানি আজ মনটা বড় অস্থির হল, ময়না ভাল আছে ত? দিদিমণি আমার মেয়ের নাম ছিল ময়না। আমি বললাম, ভাল আছে। সে বললে, কি জানি আজ বরাতে কি আছে, নইলে অন্য দিন তো মনটা এমন করে না। আমি বললাম, না বিপদ হবে কেন? বললাম বটে, কিন্তু এক অজানা আশঙ্কায় আমরাও বুকটা কেঁপে উঠল। আমাদের গাঁয়ের কাছে সেদিন নবাবের লোকদের ছাউনি পড়েছিল। দুপরে নবাবের ক'জন লোক আম গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আমাদের বাড়ীর দিকে দেখিয়ে কি যেন বলাবলি করছিল। আমি আর সে কথা সোয়ামিকে বললাম না, ভাবলাম একথা শুনলে বড় ভয় পাবে। হায়, হায়, আমি যদি সব কথা তাকে খুলে বলতাম তাহলে বোধ হয় এ বিপদ ঘটত না। হয়ত সে গাঁয়ের আরো পাঁচজনকে রাত্রে বাড়ীতে থাকতে বলতো, নয়ত আমরা সে রাত পিসিদের বাড়ীতে কাটাতে পারতাম।

(মতি চুপ করিল)

জেব—তারপর?

মতি—সেদিন আমরা একটু শীঘ্রিই খাওয়া দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। অনেক রাত্রে ঘুম ভাঙ্গল কে যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে।

আমি সোয়ামিকে তুললাম, বললাম, শোন গো, কে দরজা ঠেলছে। বলতে, বলতে দরজা ভেঙ্গে পড়ল। ৫।৭ জন লোক মশাল নিয়ে ঘরে ঢুকলো। তারা আমাকে ধরতে আসছে, দেখে সোয়ামী বাধা দিল, তারা তাকে কেটে ফেললো—ওগো আমার চোখের সামনে কেটে ফেলল—উঃ—

(ক্রন্দন)

জেব—স্থির হ মতি ;—আহা হা, তোর বড় কষ্ট হচ্ছে। তাহলে থাক।

মতি—তারপর আর বেশী বলবার নেই। ডাকাতরা আমাকে আর আমার ৮ বছরের মেয়েকে ধরে নিয়ে গেল। তারপর জানলাম তারা নবাবের লোক। আমার মেয়েকে কোথায় বিক্রি করে ফেল্ল। আহা আজ সে বেঁচে আছে কিনা কে জানে।

(ক্রন্দন)

জেব—সে দুরাত্মা নবাবের নাম জানিস মতি ?

মতি—তার নাম মীর খালেল,—বাদশার মেসো। তুমি জৈনবাদীর নাম শুনেছ ?

জেব—জৈনবাদী ত আমার পিতার অন্তঃপুরে বাস করত।

মতি—হাঁ, কিন্তু সে পূর্ব্বে মীর খালিলের অন্তঃপুরে বাস করিত। তার নাম ছিল হীরাবাই। তার একজন হিন্দু দাসীর দরকার হয়। দুরাত্মা মীর খালিল আমাকে সেই কাজে নিযুক্ত করে।

জেব—তারপর ?

মতি—তারপর একদিন ঔরংজেব হীরাবাইকে দেখে মোহিত হয়ে পড়েন। মীর খালিল সে কথা শুনে, হীরাবাইকে বাদশার অন্তঃপুরে পাঠিয়ে দেন, আমিও সেই সঙ্গে আসি (ঈষৎ থামিয়া)—কিন্তু তোমার পায়ে ধরি দিদিমণি, তুমি আমার মেয়েটার খোঁজ কর—

জেব—(দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া) আচ্ছা, আমি তার খোঁজে লোক লাগিয়ে দেব। তুই আকবরকে একবার পাঠিয়ে দে।

(মেহেরউন্নিসার প্রবেশ)

মেহেরউন্নিসা—একি দিদি এখানে বসে মতির সঙ্গে গল্প করছ। আর আমি তোমাকে খুঁজিনি এমন জায়গা নেই। তুমি ত বেশ লোক। পাশা খেলবো বলে আমরা তোমার জন্য বসে রয়েছি আর তুমি লুকিয়ে বসে আছ ?

জেব—আমি তো ভাই তোকে বললাম আমি আজ খেলবো না।

মেহের—কেন ভাই, তুই আজকাল এমন হয়েছিস ? খেলা একেবারে ছেড়ে দিয়েছিস। আমরা আর সবাই যেখানে বসে গল্প করি সেখানে কিছুতেই থাকতে চাস না। হয় জানালার ধারে বসে যমুনার দিকে চেয়ে থাকিস, নয় একা বসে বই পড়িস।

জেব—জানিস ত ভাই আমি একজন কবি।

মেহের—তুই ভাই কি করে কবি হবি, তুই হচ্ছিস একটি কবিনী।

জেব—আচ্ছা তাই সই, কবিনী। রাতদিন শুধু পাশা আর গল্প নিয়ে থাকলে কি কবিতা লেখা যায় ? জানিস ত কবিরা মেঘের দিকে চেয়ে সারাদিন কাটিয়ে দেন, রাত্রে যতক্ষণ জ্যোছনা থাকে ততক্ষণ তাদের চোখে ঘুম আসে না।

মেহের—বাজে কথা। আমি বরাবর দেখেছি কবিরা সৌখীন বেশভূষা করতে, ভাল জিনিষ খেতে, আড্ডা দিতে ভালবাসেন। যদিও তাদের কবিতা পড়লে মনে হয় তারা মলয় হাওয়া আর চাঁদের আলো ছাড়া আর কিছুই চান না।

জেব—তবে কি বলতে চাস কবিরা মিথ্যাবাদী ?

মেহের—সব কবি মিথ্যাবাদী কিনা বলতে পারিনা, কিন্তু তুই ত তোর মনের কথা আমার কাছে গোপন করছিস ?

জেব—(বিস্ময়) আমার মনের কথা—সে আবার কি ?

মেহের—হ্যাঁ তাই—তোর মণি মঞ্জুষার লুকানো মাণিক—যার স্বপ্নে তুই ভোর—সেটা যেমন মিথ্যে নয়—তেমনই তুই আজ আমার কাছে লুকোচ্ছিস্ এও তেমনি মিথ্যা নয়।

"আমি জানি সত্যি জানি,
শ্রাবণ মেঘের গোপন বাণী—
কালো মেঘে—কালো মেঘে,
আকাশ ধরা যায়গো ঢেকে ;
মৌন বাতাস মত্ত হ'য়ে
আনে গোপন লিপিখানি।
মেঘের বুকে যে সুর বাজে,
ছন্দ তারি বুকের মাঝে
সীমার মাঝে মুক্তধারা অসীমেরই বাণী।"

আচ্ছা দেখি তোর হাতখানা—তুইতো আর বল্লিনা—তবে আমি একটু হাত দেখতে জানি—হাত দেখে আন্দাজ করে বলি, দেখ, ঠিক হচ্ছে কিনা।

জেব—আচ্ছা দেখ্।

মেহের—(গম্ভীরভাবে জেবউন্নিসার হাত পরীক্ষা করিয়া)
তুই একজনকে একটা জিনিষ দিয়ে ফেলেছিস্, আর ফিরে পাচ্ছিসনা—তাই তোর কষ্ট হচ্ছে। ঠিকনা ?

জেব—তুই কিছু হাত দেখতে জানিসনা।

মেহের—আর যদি জানি ? তবে বলবো ? যে জিনিষটা তোর হারিয়েছে সেটা হচ্ছে তোর হৃদয়, যে নিয়েছে তার নাম আকিল খাঁ।

জেব—(চমকাইয়া) অ্যাঁ—তুই কি করে জানলি? আর কেউ টের পেয়েছে?

মেহের—না ভয় নাই। আর কেউ বোধ হয় টের পায়নি,—জেবউন্নিসার হৃদয় হারিয়েছে কিনা সে চিন্তায় আর কারো ঘুম নষ্ট হয়না। শুধু হয়, তোর এই অভাগা বোনের। কিন্তু কেন ভাই এমন কাজ করলি? তুই ভুলে গেলি কেন যে তুই বাদশার মেয়ে, আকিল খাঁর সঙ্গে বিয়ে হওয়া অসম্ভব।

জেব—তা জানি বোন—সে জন্য একমাস ধরে আমি তার সঙ্গে দেখা করিনি—কিন্তু যত তাঁর কাছ থেকে দূরে থাকতে চাই—ততই তাঁকে হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে দেখতে পাই। মেহের—বোন—আমি জানি ভাই—এ স্বপ্ন আমার কখনও সত্য হবেনা—তবু আমি পারিনা—ভাই—পারিনা।

(মেহেরের বুকে মুখ লুকাইল)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(সুন্দর সিং ও তাঁহার পত্নী কমলাবাই। কাল—সন্ধ্যা)

কমলা—ফৌজদার যখন শিবির থেকে বেরিয়ে যুদ্ধ করতে চাইলে না, তুমি তখন কি করলে?

সুন্দর—আমি তখন একাই শিবির থেকে বেরোলাম। বেরিয়ে দেখলাম সৎনামীরা আমাদের শিবিরের মধ্যে এসে পড়েছে। আমাদের সৈন্যরা বাধা দেবার চেষ্টা করে, পরাস্ত হয়ে পলায়ন করতে লাগল। আমাদের সৈন্যদিগকে ফিরে দাঁড়াতে উৎসাহিত করে, আমি সৎনামীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আরম্ভ করলাম। কিন্তু আমি একা, অসংখ্য শত্রু সৈন্যের সহিত কতক্ষণ যুদ্ধ করতে পারি? আমি যখন শ্রান্ত হয়ে পড়লাম, তখন একজন বলিষ্ঠ

সৎনামী আমার তরবারি উপর আঘাত করে তরবারি হাত থেকে ফেলে দিয়ে, আমাকে বন্দী করলে। একদিন সকালে একটি মেয়ে আমাদের কারাগারে প্রবেশ করলে। মেয়েটির সঙ্গে ছিল সৎনামীদের দলপতি কিষণচাঁদ। মেয়েটি আমাকে হিন্দু দেখে জিজ্ঞেস করলে, আমার বাড়ীতে কে আছে। আমি তোমাদের কথা, ছেলেদের কথা বললাম। তোমাদের কথা শুনে, মেয়েটি ছল ছল চক্ষে বলল, আহা, এর স্ত্রী আর ছেলেদের এর জন্য কত কষ্ট হচ্ছে। একে বাড়ী যেতে দাও। কিষণচাঁদ বললেন যে যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বন্দীদেব তো ছেড়ে দেওয়া যায় না। মেয়েটি বললে, না, না, শুধু শুধু কেন একে কষ্ট দেবে? তারপর আমার দিকে ফিরে বললে, 'কেমন আপনি তো আমাদের সঙ্গে আর যুদ্ধ করবেন না।' এই শপথ করিয়ে নিয়ে আমাকে মুক্ত করে দিলে।

কমলা—মেয়েটি কে?

সুন্দর—মেয়েটির নাম লছমী, যার বাপকে সেই পেয়াদারা মেরে ফেলেছিল।

কমলা—আহা, মেয়েটির তো খুব দয়া।

সুন্দর—শুনলাম, যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর থেকে আহতদের সেবা করাই সে জীবনের ব্রত করেছে। সৎনামীরা তাকে দেবীর ন্যায় ভক্তি করে।

কমলা—ধন্য লছমী! তোমারই নারী জন্ম সার্থক। দেশের কাজে যারা জীবন বিপন্ন করে, তাদের ও তাদের পরিবারবর্গের সেবার চেয়ে আর কি মহত্তর ব্রত হতে পারে? আর আমরা কি করছি? যারা দেশহিত ব্রত নিয়েছেন, সেই মহৎ লোকদের কি আমরা চিরকালই বিরুদ্ধাচরণ করব?

সুন্দর—আমরা যে মোগলদের চাকরি করি, কমলা।

কমলা—তাই বলে কি আমরা ভারত মাতার সন্তান নহি প্রভু? বেতন দাতার প্রতি কর্ত্তব্য আছে, জন্মভূমির প্রতি কর্ত্তব্য আছে, কোন কর্ত্তব্য বড় ?

সুন্দর—তোমার ভাব আমি বুঝি, কমলা। কিন্তু এখন মনে মনে সৎনামীদের কল্যাণ চিন্তা ব্যতীত আর কিছু আমরা করতে পারি না। বড় ক্লান্তি বোধ হচ্ছে, একটু বিশ্রাম করতে যাচ্ছি।

(নিষ্ক্রান্ত)

কমলা—লছমী, লছমী, আমার ইচ্ছে করছে, তোমার কাছে ছুটে যাই। লোকে বলে লছমীর বড় দুর্ভাগ্য, অল্প বয়সে পিতৃমাতৃহীনা হয়েছে। আমার ত মনে হয়, লছমী, তুমি বড় সৌভাগ্যবতী। এমন করে স্বদেশ সেবা করবার যে সুযোগ পায়, তার মত সৌভাগ্য কার ? শুনতে পাই, যে একান্ত ভাবে যা কামনা করে তাই পায়। আমার ইচ্ছাকরে সকল সুখ ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করে, জন্মভূমির সেবায় আমার জীবন উৎসর্গ করি। আমার কি সে ইচ্ছা কোন দিন পূর্ণ হবে না ভগবান ?

তৃতীয় দৃশ্য

(দিল্লীর রাজপথ কয়েকজন নগরবাসীর প্রবেশ)

১ম সং—ওহে ভাই, শুনেছ কি কাণ্ড হয়েছে ?

২য়—কি হয়েছে ?

১ম—সৎনামীরা আবার বাদশার ফৌজকে হারিয়েছে।

২য়—অ্যাঃ, বল কি ? তারা ত আগেও কয়েকবার হারিয়েছিল।

৩য়—হ্যাঁ, কিন্তু এবারের জিতটা সাংঘাতিক রকমের। বাদশার ৫০০০ হাজার সৈন্যের মধ্যে ৫০০ ফিরেছে কিনা সন্দেহ। নার্ণোলের ফৌজদার সাহেব তো অক্কা পেয়েছেন।

২য়—বল কি হে, ফৌজদার যুদ্ধে মারা পড়েছে।

১ম সৎ—আমি ত শুনেছি ফৌজদার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়েছে।

২য় সৎ—যঃ পলায়তি স জীবতি। তাই ত হে ব্যাপার বড় গুরুতর।

৩য় সৎ—যতদিন সৎনামীদের বুড়ি বেঁচে থাকবে ততদিন তাদের হারায় কার সাধ্য।

২য় সৎ—বুড়ি কি রকম ?

৩য়—ও তা বুঝি শোননি ?

২য়—না বুড়ির কথাতো শুনিনি।

৩য়—সে যেমন তেমন বুড়ি নয় হে, সে বড় সাংঘাতিক রকমের বুড়ি।

১ম—আহা, ভনিতা রেখে বলেই ফেলনা।

৩য়—বুড়ির চোখ দিয়ে আগুন বেরোয়, আর যুদ্ধক্ষেত্রে এসে কত কি মন্ত্র পড়ে। বাদশার সৈন্য যত গোলা ছোড়ে সব গোলা খেয়ে ফেলে। তার মন্তরের জোরে সৎনামীরা যুদ্ধে মরে গেলেও আবার বেঁচে ওঠে।

১ম—গাঁজা, একেবারে বিশুদ্ধ গাঁজা।

৩য়—কি, আমার কথায় অবিশ্বাস! এসব শোনা কথা নয়, একেবারে প্রত্যক্ষ। আমার মামাত বোনের ননদের পিস শ্বশুরের ছেলে নিজে দেখেছে।

১ম—ওঃ, তা হোলে ত তোমার নিজের চোখেই দেখা হয়েছে।

(নেপথ্যে কোলাহল। ব্যস্তভাবে একজন নগরবাসীর প্রবেশ)

১ম সং—কি হে এত ব্যস্তভাবে কোথায় যাচ্ছ ?

৪র্থ সং—আর কোথায় যাচ্ছ। শোননি সৎনামীরা বৈরাট সিংহানা দখল করে এদিকে আসছে, তাদের সাম্‌নে কেউ দাঁড়াতে পারচে না। দিল্লীতে গরুর গাড়ী করে গম আসছিল, তারা লুটে নিয়েছে। বাজারে রুটির দাম পাঁচ গুণ বেড়ে গেছে। গম দুষ্প্রাপ্য হয়েছে।

১ম—আর ত রাস্তায় ঘুরে বেড়ালে চলবে না। বাড়ী গিয়ে কিছু বন্দোবস্ত করতে হচ্ছে।

৩য় সং—আমি ত বাবা আজই চম্পট দিচ্ছি।

(বেগে নিষ্ক্রান্ত হইল)

(নগর বাসীগণ বিভিন্ন দিকে নিষ্ক্রান্ত হইল)

চতুর্থ দৃশ্য

কাল অপরাহ্ন। স্থান :—ঔরঙ্গজেবের মন্ত্রণাকক্ষ। ঔরঙ্গজেব কোরাণ লিখিতে নিযুক্ত।

ঔরং—সৎনামীরা জেগেছে, এদের স্পর্দ্ধা অঙ্কুরেই বিনাশ করতে হবে, নতুবা এ বিষ অন্যত্র সংক্রামিত হতে পারে। (পুনরায় লিখিতে রত) হিন্দুর প্রতিষ্ঠা—উন্নতি—ঔরংজেব থাকতে নয়। (পুনরায় লিখন।) কাফেরগুলোর বিশ্বাস—তারা শুধু, আমাদের চক্রান্তেই সর্ব্বস্ব হারিয়েছে। তাই যখনই কোন প্রান্তে হিন্দু শক্তি প্রবল হয়ে উঠে, তাদের মধ্যে আশা জাগে, আবার সব ফিরে পাবার। দুরাশা! দুরাশা! প্রধান অন্তরায় ওদের নিজেদের মধ্যে ঐক্যের অভাব। কাফেরগুলো আজ সব

হারিয়েছে, কিন্তু হিন্দুত্বের গর্ব্বটুকু আজও ছাড়তে পারেনি। (পুনরায় লিখন) রাজপুতানায়ও চাঞ্চল্য। ধর্ম্মান্ধ হিন্দু জাতি, একত্রিত হওয়া······হ্যাঁ, অঙ্কুরিত হবার পূর্ব্বেই সৎনামীদের নাম বিলুপ্ত করা প্রয়োজন। দৌবারিক (দৌবারিকের প্রবেশ) রডগুজ খাঁ—

(দৌবারিকের কুনিশ করিয়া প্রস্থান)

হিন্দুর দমনে হিন্দুকে নিযুক্ত কবা বোধ হয় এ ক্ষেত্রে সমীচীন হবে না—কারণ বিলম্বে সংক্রামতার আশঙ্কা।

(রডগুজ প্রবেশ করিয়া)

রড—বন্দে কি জাঁহাপনা।

ঔরং—বন্দেকি খাঁ সাহেব। আপনি বোধহয় শুনেছেন খাঁ সাহেব যে নার্ণোলের ফৌজদার সৎনামীদের নিকট পরাজিত, আর বোধহয় একথাও স্বীকার করেন যে এরূপ পরাজয় বিশ্বজয়ী মোগল ফৌজের গৌরবের কথা নয়।

রড—জাঁহাপনা। এ ঘটনা মোগল ফৌজের কলঙ্কের কথা, তবে আমি শুনেছি জাঁহাপনা, ফৌজদার অতর্কিত অবস্থায় আক্রান্ত হয়ে যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বেই পরাজিত হন।

ঔরং—তারপর সেই অপদার্থ মোগলের কলঙ্ক ফৌজদার, প্রাণভয়ে নিরুদ্দিষ্ট। উপর্য্যুপরি তিনবার সৎনামীদের নিকট মোগল সৈন্যের পরাজয়ের পর এ বিদ্রোহ দমনের ভার আপনাকেই আমি অর্পণ করতে চাই।

রড—জাঁহাপনার আদেশ শিরোধার্য্য।

ঔরং—আপনি সত্বর যাত্রার আয়োজন করুন খাঁ সাহেব।

রড—যে আজ্ঞা।

ঔরং—এ কার্য্যে আপনার কত সৈন্য প্রয়োজন হবে মনে হয়?

রড—অনুমতি হয় আমি দশ সহস্র সৈন্য নিতে চাই।

ঔরং—দশ সহস্র? মুষ্টিমেয়, নিরস্ত্র কৃষকদের দমন করবার জন্য দশ সহস্র মোগল সৈন্যের অভিযান মোগলের লজ্জার কথা নয় কি খাঁ সাহেব?

রড—কৃষক বলে এদের অবজ্ঞা করবেন না জাঁহাপনা। আমি সংবাদ পেয়েছি ধর্ম্ম ও স্বদেশ প্রেমে উদ্দীপিত হয়ে সৎনামীরা জেগেছে, আমাদের সৈন্যেরা যেমন অস্ত্র বলে বলীয়ান, সৎনামীরা সেইরূপ উচ্চ ভাবের প্রেরণায় শ্রেষ্ঠ। আর সৈন্য সংখ্যার আধিক্যে কোন ক্ষতি হয় না জাঁহাপনা, কিন্তু রণস্থলে অপর্য্যাপ্ত সৈন্য বল, অনেক ক্ষেত্রেই ধ্বংসের কারণ হয়।

ঔরং—উত্তম, তাই হবে।

রড—বন্দে কি জাঁহাপনা।

ঔরং—বন্দে কি খাঁ সাহেব।

(রডওাজের প্রস্থান)

কুশলী এবং দূরদর্শী যোদ্ধা এই রডওাজ খাঁ। কিন্তু আকিল খাঁ—আকিল খাঁই আমাকে চিন্তান্বিত করেছে। মোগল এবং হিন্দু ওমরাহের মধ্যে তার প্রতিষ্ঠা ও জনপ্রিয়তা ক্রমেই বাড়ছে। আকিল খাঁর সঙ্গে আকবরের সৌহার্দ্দ বাড়ছে। সিংহাসনের ভাবী অধিকারী আকবর। কিন্তু সাম্রাজ্যের মধ্যে একই সময়ে একের অধিক শক্তির প্রতিষ্ঠাকে উপেক্ষার চক্ষে দেখা ভুল। ঔরংজেব সে ভুল করবে না। পিতা সাহাজান যে ভুলের জন্য সিংহাসন চ্যুত হয়েছিলেন ঔরংজেব তা করবে না। করতে পারে না। আকিল খাঁ,—আকবর—(চিন্তা করিয়া)

দৌবারিক—

(দৌবারিকের প্রবেশ)

আকিল খাঁকে ডাক　　(দৌবারিকের প্রস্থান)

(আকিলের প্রবেশ)

আকিল—বন্দেগি জাঁহাপনা।

ঔরং—বন্দেগি খাঁ সাহেব। কোন বিশেষ কারণে আপনাকে স্মরণ করতে বাধ্য হলাম।

আকিল—আদেশ করুণ জাঁহাপনা।

ঔরং—আমি সংবাদ পেয়েছি যে আপনি কিছুদিন থেকে রাজপ্রাসাদে যাতায়াত কর্চ্ছেন। বাহ্যতঃ প্রকাশ, আপনি সাহজাদা আকবরের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য যাতায়াত করেন। কিন্তু আমি জেনেছি যে অনেক সময় আকবরের কক্ষে সাহাজাদি জেবউন্নিসাও উপস্থিত থাকেন। প্রথমে আমি বিশ্বাস করতে পারিনি, কিন্তু পরে আরও প্রমাণ পেয়েছি।

আকিল—জাঁহাপনার প্রমাণ সংগ্রহের প্রয়োজন ছিল না। আপনি যা বল্লেন তা সর্ব্বাংশে সত্য।

ঔরং—তা হলে কি এখন আমাকে এই বুঝতে হবে, খাঁ সাহেব, যে আমার ওমরাহদের মধ্যে একজন মোগল হারেমের মর্য্যাদা নষ্ট করে এবং আমারই সম্মুখে সে সংবাদ প্রকাশের স্পর্দ্ধা রাখে।

(আকিল অধোবদনে রহিল)

সাহাজাদী জেবউন্নিসার সঙ্গে নিভৃত আলাপের স্পর্দ্ধা যার প্রাণে জাগে—তার স্থান……প্রহরী

(প্রহরীর প্রবেশ)

(আকিলকে দেখাইয়া)

ঔরং—বন্দী কর। (প্রহরী বন্দী করিল)

কারাগারে আবদ্ধ করে রাখ—কাল প্রাণদণ্ড হবে।

(জেবউন্নিসার দ্রুত প্রবেশ)

জেব—ক্ষণেক অপেক্ষা কর।

ঔরং—জেবউন্নিসা।

জেব—হ্যাঁ—পিতা আমি—আমি আপনাকে জানাতে এসেছি সম্রাট, যার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন তিনি একদিন আপনার কন্যা ও পুত্রের প্রাণ রক্ষা করেছিলেন।

ঔরং—কার প্রাণ রক্ষা করেছিল ?

জেব—সাহজাদা আকবরের এবং আপনার এই হতভাগিনী কন্যার।

ঔরং—কই—আমি ত একথা জানিনা।

জেব—না পিতা। আমার মূর্খতা পাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে, এজন্য বেশী মূর্খতা করে আমি এসংবাদ আপনার নিকট গোপন করেছিলাম। তবে শুনুন পিতা—দিল্লীর দুই ক্রোশ পশ্চিমে হিন্দুদের একটা মেলা হচ্ছিল। স্ত্রীসুলভ কৌতূহলবশতঃ আমি সে মেলা দেখতে যাই। আপনি সে দিন দিল্লীতে ছিলেন না। সেই সুযোগে আকবর ও আমি সামান্য নাগরিকের বেশে দুর্গের বাহিরে যাই। আমাদের ফিরতে দেরী হয়েছিল। অন্ধকারে মাঠের মধ্যে পথ হারিয়ে আমরা দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হই। আকবর একা, দস্যু তিনজন—অল্পক্ষণেই অভিভূত হয়ে পড়ে। এমন সময় আমার কাতর ক্রন্দন শুনে এই বন্দী সেখানে ছুটে আসেন এবং নিজের জীবন বিপন্ন করেও দস্যুদের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করেন। সেই আমাদের প্রথম পরিচয়। পরে তিনি যখন আকবরের আহ্বানে তার সঙ্গে দেখা করতে যান, সে সময় দৈবক্রমে আমি আকবরের কক্ষে উপস্থিত ছিলাম। আপনার নিকট শপথ করছি পিতা, বন্দী কোনদিন আপনার কন্যার অসম্মান করেনি।

ঔরং—বলিস কি জেবউন্নিসা। তাইত তা হ'লে বড় ভুল হয়ে গেছে। আমি ত এসব জানতাম না। প্রহরী—না—কিন্তু আপনারও ভুল হয়েছিল খাঁ সাহেব। একথা আমাকে না জানানো—আমি কি করে জানবো যে আপনি আমার পুত্র কন্যার প্রাণ রক্ষা করেছেন।

আকিল—নিজের প্রাণরক্ষার জন্য অবিমৃশ্যকারিণী সাহজাদাকে সম্রাটের বিরক্তি ভাজন করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিনি।

ঔরং—দেখ দেখি জেব—কি ভুল করেছিস্—এরজন্য আমরা এরূপ মহৎ, সাম্রাজ্যের একজন সুহৃদ—পরম সুহৃদ আকিল খাঁকে হারাতে বসেছিলুম। আমার অনুপস্থিতিতে রক্ষী বিহীন অবস্থায় যাওয়া তোমার ভুল হয়েছিল। কিন্তু তার চেয়ে আরো বেশী ভুল হয়েছিল আমার নিকট এ বৃত্তান্ত গোপন রেখে। এই ভুলের জন্য খাঁ সাহেবকে অনর্থক·· খাঁ সাহেব··· আমি কিন্তু আপনাদের এ গোপনতা সমর্থন করতে পারলুম না। গোপনতা—তা যে কারণেই হোক, কেবল আঁধারই বাড়িয়ে তোলে—সরলতা, প্রাণ খোলা সারল্যই জীবনের বন্ধুর পথ সুগম করে তোলে—আমি চিব সত্যাশ্রয়ী—তাই পছন্দ করি। যাক্ খাঁ সাহেব, আজ আমাকে অপরিশোধ্য কৃতজ্ঞতা পাশে বাঁধলেন্। এর প্রতিদান—হাঁ—খাঁ সাহেব, ওমরাহদের মধ্যে আপনিই আমার প্রিয় হলেও—আপনাকে আমি স্নেহের দৃঢ়তর বন্ধনে বদ্ধ করতে চাই—শাহজাদী জেবউন্নিসাকে আপনার হাতে সমর্পন করে।

(জেবউন্নিসা ও আকিল উৎফুল্ল ভাবে প্রথমে সম্রাটের দিকে পরে পরস্পরের দিকে চাহিল)।

খাঁ সাহেব আমার মনে হয়—দস্যুর কবল হতে আপনার

জেবউন্নিসাকে রক্ষার মধ্যে খোদার এই ঈঙ্গিতই নিহিত রয়েছে— অবনত মস্তকে আমরা তাই স্বীকার করব। তাহলে আপনি আসুন খাঁ সাহেব।

বন্দেগী

আকিল—বন্দেগী।

(আকিলের প্রস্থান)

(জেবেরও প্রস্থান)

ঔরং—ঐ আজান শোনা যাচ্চে—যাই

(শিরস্ত্রাণ লইয়া প্রস্থান)

(নেপথ্যে আজানধ্বনি)

পঞ্চম দৃশ্য

কাল প্রভাত। প্রাসাদের কক্ষ সংলগ্ন অলিন্দ। দূরে যমুনা দেখা যাচ্ছে। যমুনার পরপারে বনানীর কতকাংশ চোখে পড়ে।

ঔরংজেব। (বসিয়া)

যা করেছি সব ইসলামের জন্য। হিন্দুস্থানকে মোগলের পদানত করতে—ইসলামের পবিত্র বন্ধনে সকলকে একত্রিত করতে—। কে—কে—তোমরা আমার জাগ্রত চেতনার মাঝে বিভীষিকার মূর্ত্তি ধরে—উপস্থিত হও। (উঠিয়া) কে—কে—?

(ঔরংজেব অগ্রসর হইলেন; পরে ইতস্ততঃপদচারণ করিতে করিতে)।

কি এ--বিবেকের রচিত মূর্ত্তি—না বিক্ষুব্ধ কল্পনার প্রতিচ্ছবি ?

(দিলীরের প্রবেশ)

দিলীর—বন্দেগী জাঁহাপনা।

ঔরং—কে—দিলীর খাঁ—। তুমি পারবে—দিলীর খাঁ—আমার যৌবনের সহচর বন্ধু তুমি।

দিলীর—জাঁহাপনার দাস আমি।

ঔরং—না—না—বন্ধু। দাস,—বান্দা, গোলাম—অনেক আছে—অসংখ্য।—নেই কেবল—বন্ধু—শুধু বন্ধু—তাদের বুকের উপর দিয়েই যে আমার রক্তাক্ত শকটএতদিন অবাধে চলে এসেছে। তবু তুমি আছ—তাইত আমার মনে হল দিলীর খাঁ—তুমি পারবে।

দিলীর—কি জাঁহাপনা?

ঔরং—আবার জাঁহাপনা!—তুমি পারবে না দিলীর খাঁ—পারবে না। আমারই ভুল হয়েছিল। হ্যাঁ, কি সংবাদ, সেনাপতি?

দিলীর—এইমাত্র সংবাদ পেলুম জাহাপনা, মাড়োবারে নূতন গোলযোগের সূত্রপাত হয়েছে। রাণা রাজসিংহ আমাদের বিরুদ্ধে সমস্ত রাজপুতানা একত্রিত করবার প্রয়াস করছেন—

ঔরং—তার সে প্রয়াস সফল হবে না, দিলীর খাঁ। সারা রাজপুতানা, রাণার বিরুদ্ধে, প্রয়োজন হলে মোগলের সঙ্গে যোগদান করবে—তবু রাণার সাহায্য করবে না। মোগলের প্রভুত্ব স্বীকার করলেও রাণার প্রভুত্ব তারা মানবে না।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী—রডওাজ খাঁ ও আকিল খাঁ অপেক্ষা করছেন।

ঔরং—আসতে বল।

(রডওাজ ও আকিলের প্রবেশ)

সৎনামীদের বিরুদ্ধে অভিযানের আয়োজন কি সম্পূর্ণ হয়নি, খাঁ সাহেব?

রভওাজ—আয়োজন প্রায় সম্পুর্ণ, জাঁহাপনা।

ঔরং—আপনি কি আজ যাত্রা করবেন ?

রভওাজ—যাত্রার পূর্ব্বে আমি সম্রাটকে অভিবাদন জানাতে এসেছি।

ঔরং—উত্তম। তেগবাহাদুরের কি সংবাদ দিলীর ?

দিলীর—এখনও তার সঙ্কল্প বিচলিত হয় নি। কাল সারাদিন নীরবে বৃশ্চিক দংশন সহ্য করেছে। তার সর্ব্বাঙ্গ দংশনে জর্জ্জরিত, মুখ বিবর্ণ হয়েছে তথাপি অস্ফুট কণ্ঠেও কাতরধ্বনি প্রকাশ পায়নি। আর দিবারাত্র মন্ত্র জপ করছে,—"ওয়া গুরু কি ফতে"।

আকিল—(নতজানু হইয়া) সম্রাট, আমার একটি নিবেদন আছে।

ঔরং—অসঙ্কোচে ব্যক্ত করুন।

আকিল—শিখদের গুরু এই বীরপুরুষ তেগবাহাদুরকে মুক্ত করে দেওয়া হোক। আজ তিন দিন হ'ল তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে, এ তিন দিন অসহ্য যন্ত্রণা স্বীকার করেও তিনি ধর্ম্মত্যাগ করতে রাজী হননি। এখন আর কিছুতেই আশা করা যায় না'যে, তিনি ধর্ম্মত্যাগ করবেন। আর অনর্থক তাকে ক্লেশ দিয়ে কি হবে? সম্রাট, অনুগ্রহ করে তাকে মুক্ত করুন। আপনার করুণা ও উদারতার সকলে প্রশংসা করবে।

ঔরং—খাঁ সাহেব, আপনি বোধ হয় বিস্মৃত হচ্ছেন যে, ঔরংজীবের ইতিহাসে মাত্র দুটি কথার স্থান—ইসলাম আর সত্য। মক্কা শরীফ আমার জীবনের একমাত্র স্বপ্ন ত্যাগ করিয়ে, খোদা যখন, তাঁর এই দীন বান্দার হাতে—এই বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনের ভার অর্পণ করলেন, সেই দিন হতে আমার একমাত্র লক্ষ্য হল—ইসলাম। ঔরংজীব সম্রাট,—মানব—মহামানব—কিন্তু এ সকল আমার পরিচয় নয়—আমার একমাত্র সত্য পরিচয় মুসলমান। ইসলাম ধর্ম্ম প্রচারের জন্য অপ্রিয় কার্য্যও আমাকে অনুষ্ঠান করতে হবে।

আকিল—মার্জ্জনা করবেন জাঁহাপনা। আমার কিন্তু মনে হয় এই ভাবে ইসলাম ধর্ম্মের নামে অমানুষিক অত্যাচার করে ইসলাম ধর্ম্মের অবমাননা করা হচ্ছে।

দিলীর—আকিল খাঁ, আপনি আত্মবিস্মৃত হবেন না।

ঔরং—যাক্ অপ্রিয় আলোচনার প্রয়োজন নেই, দিলীর খাঁ—রণ্ডওাজ খাঁ আপনি লক্ষ্য রাখবেন যেন অতর্কিত অবস্থায় আক্রান্ত না হন। আর যদি প্রয়োজন বোধ করেন, তা হলে আকিল খাঁ আপনার সঙ্গে যোগদান করতে পারেন।

আকিল—আমায় মার্জ্জনা করবেন, জাঁহাপনা।

ঔরং—এর অর্থ কি, খাঁ সাহেব?

আকিল—আমার মনে হয় সৎনামীদের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে যুদ্ধ করা হচ্ছে;

দিলীর—আকিল খাঁ, আশা করি আপনি সম্রাটের অবমাননা করবেন না।

আকিল—সম্রাটের অবমাননা করা আমার অভিপ্রায় নয়। সম্রাট আমাকে যে প্রশ্ন করেছেন,—আমি সরলভাবে তার উত্তর দিয়েছি মাত্র।

রণ্ডওাজ—আপনি মুসলমান হয়ে কাফেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আপত্তি করছেন—এই কি আপনার মুসলমান ধর্ম্ম?

আকিল—মুসলমান ধর্ম্মের কথা যখন আপনি তুললেন তখন বলতে পারি, কাফেরের বিরুদ্ধে দাঁড়ানর চেয়েও মুসলমানের উচ্চতর ধর্ম্ম আছে।—সে হচ্ছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ান।

ঔরং—সাধু, সাধু। খাঁ সাহেব, আজ আমি গর্ব্ব অনুভব কর্চ্ছি—এই মনে করে যে আমার—ওমরাহদের মধ্যে একজন, অপ্রিয় সত্য অসঙ্কোচে বলবার সাহস রাখে। সম্রাটের আজ্ঞায় সে তার বিবেক

বিক্রয় করেনা। দাসত্বের মধ্যেও এরূপ আত্মপ্রতিষ্ঠা, সম্পূর্ণ বাঞ্ছনীয় না হলেও, সত্যই বিস্ময়ের বস্তু। এ অভিযানে আপনার এরূপ অসহযোগিতায় দুঃখ হ'লেও—আমার আনন্দ—আপনার মত রাজকর্ম্মচারীকে পাওয়ার সৌভাগ্যে—আজ আমি গর্ব্ব অনুভব কচ্ছি। (রডওাজ খাঁকে) খাঁ সাহেব আপনি তাহলে আসুন—আপনার যাত্রার আয়োজনও ত এখনও অসম্পূর্ণ।

রডওাজ—বন্দেগী, জাঁহাপনা। (প্রস্থান)

ঔরং—খাঁ সাহেব. দিলীর আপনারাও আসুন। (প্রস্থান)

———

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(সুন্দর সিংহের গৃহ, সুন্দর সিং ও কমলাবাই)

সুন্দর—কমলা, সৎনামীরা হেরে গেছে।

কমলা—হেরে গেছে ?

সুন্দর—হ্যাঁ, সম্পূর্ণ পরাজিত হয়েছে। মোগল সৈন্য বারবার পরাস্ত হওয়াতে বাদশা রডওাজ খাঁর অধীনে দশ হাজার সৈন্য ও দুইশত কামান পাঠিয়েছিলেন। সম্রাটের বিপুল বাহিনী, কামান ও গোলাগুলির সহিত অল্প সংখ্যক হীনাস্ত্র কৃষক কি করতে পারে ? কিন্তু তারা খুব লড়াই করেছিল। লোকবল আর অস্ত্রবলের এত অসম্ভব পার্থক্য না হলে যুদ্ধের ফল কি হোত তা বলা যায় না। কিষণ চাঁদ বন্দী হয়েছে।

কমলা—কিষণ চাঁদ বন্দী ?

সুন্দর—হ্যাঁ, কমলা।

কমলা—লছমীর কোন সংবাদ পেয়েছ ?

সুন্দর—না, তার কোন সংবাদ পাই নাই।

কমলা—লছমী, তুমি তোমার হৃদয়েশ্বরকে দেশের জন্য উৎসর্গ করেছ, —আর আমরা সাংসারিক সুখের আশায়, পার্থিব ঐশ্বর্য্যের লোভে দেশ ও ধর্ম্মের শত্রুর পদলেহন করে জীবন কাটাচ্ছি।

সুন্দর—কমলা।

কমলা—কি নাথ ?

সুন্দর—কি ভাবছ ?

কমলা—লছমী আজ আশ্রয়হীনা, মোগল সৈন্য হয়ত তার ঘর দোর পুড়িয়ে দিয়েচে—কে তাকে রক্ষা করবে? আশ্রয় নাই, হয়ত খাদ্যও নাই, পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অথচ এই লছমী তোমাকে বন্দী দেখে, করুণায় বিগলিত হয়ে তোমাকে মুক্ত করে দিয়েছিল। এখন আমাদের কি কর্ত্তব্য প্রভু?

সুন্দর—কি কর্ত্তব্য কমলা?

কমলা—তা কি আমায় বলে দিতে হবে, প্রভো? একবার নিজের মনের মধ্যে ভেবে দেখ দেখি, যে বালিকার পিতাকে আমাদের সৈন্যরা হত্যা করেছে, যার অভিভাবক ও রক্ষা কর্ত্তা দেশের জন্য যুদ্ধ করে বন্দী, দুদ্দিনে যে তোমার প্রাণদান করেছিল, আমাদের কি উচিত নয়, এই বিপদের দিনে তার সন্ধান লওয়া, তাকে আশ্রয় দেওয়া? জীবনের অধিকাংশই ত চাকরী করে কাটালে। এখন এস দেখি নাথ, একবার পরের সুখের জন্য কিছু চেষ্টা করা যাক। দেখি তাতে জীবনের কিছু শান্তি হয় কি না।

সুন্দর—তুমি যা বলছ তাই হয়ত ঠিক, কিন্তু এ ভাল করে ভেবে দেখবার কথা। হঠাৎ কোন কাজ করা উচিত নয়। তাইত এরকম ভাল চাকরি ছেড়ে দিব। এমন ত কেউ করেনি, বাদশার অধীনে চাকরির জন্যে কত লোক লালায়িত।

কমলা—তাইত, আমাদের দেশের এত দুর্দ্দশা। আমাদের দেশের সম্রাট মোগল, কয়েক জন বড় রাজকর্ম্মচারী ও সেনাপতি মোগল, কিন্তু রাজ্যের কাজ কে চালাচ্চে? সব হিন্দু যদি আজ কাজ ছেড়ে দেয় তাহলে মোগল রাজ্য অচল হয়ে পড়ে। যাক সে কথা। আর বৃথা চিন্তা করো না। যখন একবার বুঝেছ কোন পথ ঠিক, আর চিন্তা, তর্ক, পরামর্শ করে কালক্ষেপ করোনা। চল, আমরা ভগবানের নাম নিয়ে এই পথে অগ্রসর হই। যদি কোন

ভুল করি তিনি সংশোধন করে দিবেন। তাঁর আশীর্ব্বাদে সকল অমঙ্গল মঙ্গলে পরিণত হবে।

(উভয়ের প্রস্থান)

পট ক্ষেপন

দ্বিতীয় দৃশ্য

(ঔরঙ্গজেবের অন্তঃপুরস্থ কক্ষ। আকিল খাঁ, জেবউন্নিসা ও মেহেরউন্নিসা)

আকিল—আপনি বোধ হয় সম্রাটের নিকট সব কথা শুনেছেন।

জেবউন্নিসা—আমি শুনেছি আপনি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করেছেন। কিন্তু কেন অস্বীকার করেছেন তা জানতে পারিনি।

আকিল খাঁ—সৎনামীরা কেন বিদ্রোহ করেছে আপনারা শুনেছেন কি ?

জেবউন্নিসা—না, আমরা তা শুনি নাই। অন্তঃপুরে সকল খবর ত পাওয়া যায় না।

আকিল—তবে শুনুন। আমাদের একজন পেয়াদা একটি কৃষক কন্যার গায়ে হস্তক্ষেপ করতে গিয়েছিল। তাতে তার পিতা বাধা দিতে গিয়ে পেয়াদার হাতে নিহত হয়। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে অন্য কৃষকেরা পেয়াদাকে প্রহার করে। এই হোল বিদ্রোহের মূল।

জেবউন্নিসা— তা হলে সৎনামীদের তো কোন দোষ নেই।

আকিল খাঁ—না, প্রথম অত্যাচার হয় আমাদের তরফ থেকে। সৎনামীরা যখন তার প্রতিবাদ করে, তখন আমাদের বিপুল বাহিনী নিয়ে তাদের পিষে ফেলবার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। বলুন এতে কি কোরে যোগদান করি।

জেবউন্নিসা—আমিত এসব জানতাম না, জানলে কখনই যোগদান করতে অনুরোধ করতাম না।

মেহেরউন্নিসা—সে কি দিদি, তুমি কি এই বলতে খাঁ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলে? তা হবে না খাঁ সাহেব। আপনাকে সৎনামীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। কেন করতে হবে, আমি তা বলছি শুনুন। প্রথমে যার দোষই থাক সৎনামীরা এখন বিদ্রোহ করেছে। তাদের সহিত যুদ্ধ করা ব্যতীত বাদশার অন্য কি উপায় ছিল বলুন।

আকিল খাঁ—আমার বোধ হয় সৎনামীদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ না করে, তাদিকে বলা উচিত ছিল যে দুর্বৃত্ত পেয়াদাকে যথোচিত দণ্ড দেওয়া হবে এবং আশ্বাস দেওয়া উচিত ছিল যে প্রজাদের উপর কখনও এ প্রকার অত্যাচার আর হবে না; তারা নিরুদ্বেগে বাস করতে পারে। তা করলে বিদ্রোহের মূলই নষ্ট হত। কোন হাঙ্গামাই হতো না।

মেহের—গোড়াতে হয় ত তা করলে হতো, কিন্তু এখন ত পেছোবার উপায় নেই। এখন সৎনামীরা নগর আক্রমণ করেছে, দুর্গ অধিকার করেছে, তাদের শীঘ্র বশীভূত না করলে, নানা স্থানে হিন্দুরা বিদ্রোহ করে মোগল সাম্রাজ্যের বিপদ ঘটাতে পারে।

আকিল—আপনার মত সুচতুর রমণীকে অল্প কথায় উত্তর দেওয়া কঠিন। এ বিষয়ে আমার মত কি, আপনাকে অকপটে তাই বলা প্রয়োজন। বাদশা হিন্দুদের উপর যেভাবে অত্যাচার কর্চ্ছেন তাতে কিছুদিন থেকে আমার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। কাশীতে বিশ্বেশ্বরের মন্দির ভাঙ্গা হয়েছে, মথুরায় কেশব রায়ের মন্দির ভাঙ্গা হয়েছে। এইভাবে, একটির পর একটি হিন্দুর পবিত্রতম দেবালয় ভেঙ্গে, সেইখানে মসজিদ নির্ম্মাণ করা

হয়েছে। তীর্থযাত্রীদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে। হিন্দুর পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থের অবমাননা করা হয়েছে। জোর করে হিন্দুকে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হচ্চে। শিখ গুরু তেগবাহাদুর, মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেনি বলে. আজ চারদিন ধরে তার উপর অমানুষিক অত্যাচার হচ্চে। আমি মুসলমান, স্বভাবতঃই আমার সহানুভূতি মোগলদিগের দিকে, কিন্তু মোগলরাজ্যে আজকাল এমন সকল ব্যাপার ঘটচে যে এ রাজ্যের মঙ্গল কামনা এখন আমার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ছে।

মেহের—তা কিছুতেই হতে পারে না, খাঁ সাহেব। ইসলাম ধর্ম্ম প্রচার করবার জন্য পিতা কিছু অত্যধিক আগ্রহ প্রকাশ করেন। তা আপনার অভিমত না হোতে পারে কিন্তু তাই বলে মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংস কামনা করা আপনার উচিত নয়। তা ছাড়া অন্য কারণ আছে খাঁ সাহেব, যে জন্য আপনার যুদ্ধ করা উচিত। আপনি জানেন যে পিতা আমার ভগিনীর সহিত আপনার বিবাহের মত দিয়াছিলেন। পিতা বলেছেন আপনি যদি পিতার আদেশ মত যুদ্ধ না করেন তা হলে এ বিবাহ সম্ভব হবে না। আপনি জানেন আমার ভগিনী আপনার প্রতি কিরূপ অনুরাগিণী; আপনার সহিত তার বিবাহ না হোলে তার সমস্ত জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে।

আকিল—আপনি এক্ষণে যে কথা বল্লেন শাহাজাদী, তাতে আমার হৃদয় নিদারুণ ব্যথিত হ'লো। আমার নিজের হৃদয় যদি আজ উদঘাটিত করতে পারতেম, তাহলে দেখতেন শাহাজাদি, আপনার ভগিনী তার সমস্তখানি অধিকার করে আছেন। আমাদের মিলন না হলে, আমাদের পার্থিব জীবন. দুঃখময় হবে, সত্য, কিন্তু তাই বলে অন্যায়ের উপর, অকল্যাণের উপর যদি সে মিলন প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে মৃত্যুর পরপারে যে

জীবন—তা চিরকালের জন্য নষ্ট হয়ে যাবে। ইহ জীবনের সুখের জন্য কি অকল্যাণের পথ গ্রহণ করা উচিত হবে? আপনি কি বলেন, শাহাজাদী?

জেবউন্নিসা—আমি আপনার মত সমর্থন করি।

আকিল—ইহ জীবনের সুখ—সে ক'দিনের জন্য। জীবন ত'—দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যাবে। আর শাহাজাদী আমাকে ভালবাসেন এই চিন্তাই আমার ইহ জীবনকেও সুখময় করবে। শাহাজাদীও জানবেন আমার জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত আমি আপনার কথাই ভাবব। আর এক কথা, এই ঘটনার পর আর আমার দিল্লীতে থাকা সম্ভব হবে না। আমার ভবিষ্যৎ জীবনের কাজও আমি ঠিক করেছি। আমি এতদিন শুধু মনে মনে অত্যাচারিত হিন্দুদের প্রতি সহানুভূতি করছিলাম। এখন আমি স্থির করেছি যে যদি তাদের পক্ষই ন্যায়ের পক্ষ হয়,—যদি বাদশার পক্ষ অন্যায়ের পক্ষ হয় তা হলে আমার উচিত তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে বাদশার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, আমি তাই করব ঠিক করেছি। অন্ততঃ একজন মুসলমানও যেন সত্যের পক্ষ আশ্রয় করে ইসলাম ধর্ম্মের মহিমা প্রচার করে।

জেবউন্নিসা—আপনার সংকল্প যে অন্যায়, তা আমি কি করে বলব? এ আপনার উদার হৃদয়েরই উপযুক্ত। সম্রাট আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। আজ তা হলে বিদায় হই খাঁ সাহেব।

আকিল—বিদায়—ইহ জীবনের মত বিদায়। ঈশ্বরের কৃপা হোলে পর জীবনে আবার সাক্ষাৎ হবে।

(আকিল খাঁর গৃহ। আকিল খাঁ ও ফুলজানি)

আকিল—ফুল, আমি দিল্লী ছেড়ে যাচ্ছি।

ফুল—কতদিন পরে ফিরে আসবে, প্রভু?

আকিল—কতদিন পরে? আর বোধ হয় ফিরব না।

ফুল—আমি তোমার সঙ্গে যাব, প্রভু।

আকিল—বিদেশে আমার সঙ্গে কোথায় যাবে, ফুল। সে তোমার বড় অসুবিধা হবে। আমার বন্ধু ইয়াকুবকে বলেছি তুমি তার বাড়ীতে থাকবে। আর এই কাগজটি রেখে দাও। তোমার সম্বন্ধে আমি যা কিছু জানি সব এই কাগজে লিখে রেখেছি। এটি ভবিষ্যতে তোমার লাগতে পারে।

ফুল—আমি তোমার দাসী হয়ে যাব প্রভু।

আকিল—আমার সঙ্গে কোন দাস দাসী যাবে না ফুল। তোমার কষ্ট হবে বলেই বারণ করছি। অনেক রাত্রি হয়ত গাছতলায় কাটাতে হবে। খাওয়া দাওয়ার অসুবিধার একশেষ হবে। সে তোমার বড় কষ্ট হবে।

ফুল—তুমি বড় দয়ালু, তাই আমার কষ্টের কথাই ভাব। কিন্তু মনে করে দেখ দেখি, আমি দরিদ্রা ক্রীতদাসী। বৃক্ষতলাই আমার স্বাভাবিক আশ্রয়। আমার আহার অপর্য্যাপ্ত হবারই কথা। তুমি ধনীর সন্তান, চিরদিন বিলাসে প্রতিপালিত হয়েছ। তুমি যে অবস্থায় থাকতে পারবে সে অবস্থায় আমার কি কষ্ট হতে পারে? তোমার সঙ্গে কোন দাস দাসী যাবে না, সেজন্য আমার যাওয়া বেশী দরকার। আমি তোমার রুটি প্রস্তুত করব। তোমার সেবা করতে আমার কি আনন্দ হয় তা বলতে পারি না। সে আনন্দ থেকে আমায় বঞ্চিত কোরনা প্রভু।

আকিল—ফুল তোমার প্রভুভক্তি প্রশংসার্হ। কিন্তু আমি যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাব। সঙ্গে স্ত্রীলোক থাকলে তো সুবিধা হবে না।

ফুল—তুমি কাছে থাকলে আমি কোথাও ভয় করব না প্রভু, যুদ্ধক্ষেত্রেও আমি পুরুষের বেশ পরে তোমার কাছে থাকব। যদি তুমি একান্ত আমায় যুদ্ধক্ষেত্রে না নিয়ে যাও, তা হলে আমি নিকটে গ্রামে থাকবো। যুদ্ধের পর আবার তুমি আমার কাছে ফিরে আসবে। আমি তোমার সঙ্গে যাব ঠিক করেছি প্রভু! তুমি দয়া করে অনুমতি দাও।

আকিল—বড় কষ্ট হবে, ফুল।

ফুল—অত্যন্ত সুখ হবে প্রভু। নইলে আমি তোমার অবাধ্য হোতাম না। আর বারণ কোরনা প্রভু। তাতে আমার বড় কষ্ট হবে।

আকিল—আচ্ছা তা হোলে চল ফুল।

(কয়েকজন সসস্ত্র সৈনিকের প্রবেশ)

১ম সৈনিক—আকিল খাঁ, আপনি বন্দী, এই দেখুন সম্রাটের পরোয়ানা।

(পরোয়ানা দিল)

আকিল—(পরোয়ানা পাঠ করিয়া) হাঁা, এইরূপ হবারই কথা। আমি প্রস্তুত। চল কোথায় যেতে হবে।

(স্বগত) কারাগারে যেতে আমার কোন ভয় নাই। আমার শুধু এই জন্য দুঃখ হয় খোদা, যে প্রবলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে, দুর্ব্বলের সাহায্যে অস্ত্র ধরতে পারলাম না। কিন্তু তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

ফুল—আমায় কোথায় ফেলে যাও, প্রভু, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

আকিল—আমি যে কারাগারে যাচ্ছি ফুল।

ফুল—আমিও কারাগারে যাব। তুমি যেখানে থাকবে সেই আমার স্বর্গ। তুমি যেখানে নাই সেই আমার কারাগার।

আকিল—কারাগারে ত তুমি প্রবেশ করতে পারবে না ফুল।

ফুল—কেন পারব না? সৈনিকগণ তোমরা দয়া করে আমায় বেঁধে নিয়ে চল।

১ম সৈনিক—আমাদের সে রকম আদেশ নেই বিবিজি।

ফুল—নেই বা থাকলো আদেশ। আমি নিজে যদি রাজী হই, এতে আর কারো কোন আপত্তি থাকতে পারে না।

১ম সৈনিক—আমাদের মার্জ্জনা করবেন বিবিজি। আমরা বাদশার আদেশের অতিরিক্ত কাজ করতে অক্ষম। চলুন খাঁ সাহেব।

আকিল—চল সৈনিক। ফুল আমি চললাম। আমায় বিদায় দাও। আর বোধ হয় দেখা হবে না। এ পৃথিবীতে বোধ হয় আমাকে আর বেশী দিন থাকতে হবে না। তুমি আমার বন্ধু ইয়াকুবের কাছে যেও, তিনি তোমায় আশ্রয় দেবেন।

(আকিল খাঁ ও সৈনিকগণ নিষ্ক্রান্ত হইল)।

ফুল—হায় ভগবান একি করলে! আমি যে সব অন্ধকার দেখছি। না আমি ত থাকতে পারব না—যাই সঙ্গে যাই।

(পশ্চাৎ নিষ্ক্রান্ত)

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—কারাগার

কিষণচাঁদ—আমাদের সকল চেষ্টা, সকল আয়োজন ব্যর্থ হল। কিছুতেই কিছু হোল না। সহস্র সহস্র হিন্দুবীর যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ ত্যাগ করল। কেন? ইহাই জগদীশ্বরের ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছা বুঝতে পারে ক্ষুদ্র মানবের সাধ্য কি! তাঁর মঙ্গলময় ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। আর কয়দিন পরেই হয়ত আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ হবে। গুরুদেব কতবার বলেছেন, বৎস, কোন অবস্থাতেই

চঞ্চল হোয়ো না। মনে রেখ জগতের সকল দুঃখ, সকল বিপদ, তোমার দেহকে, বড় জোর তোমার মনকে, পীড়া দিতে পারে। কিন্তু এই দেহ মন ছাড়িয়ে যে আত্মা, অজর, অমর, নিত্য, মুক্ত, পার্থিব বিপদের সাধ্য কি সে আত্মাকে স্পর্শ করে। আজ আমার পরীক্ষার দিন উপস্থিত। আজ আমার জীবন বিপন্ন, আমার জীবনাধিক লছমীর কোন সংবাদ পাবারই উপায় নাই। সে নিরাশ্রয়, হয়ত তারও জীবন বিপন্ন। হে প্রভু, হে বিপদ বারণ, হে অগতির গতি; লছমীকে আজ তোমার হাতেই সঁপে দিলাম। আজ আর আমার কোন কাজই নাই। ধর্ম্মরক্ষার ব্রত নিয়েছিলাম, সে কাজের ভার, তুমিই আমার হাত থেকে সরিয়ে নিয়েছ, প্রভু। কিন্তু তাই কি ঠিক? জীবনের সব কাজের চেয়ে বড় যে কাজ এতদিন ত সে কাজ করা হয় নি। শত তুচ্ছ কাজের জন্য এতদিন এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাজ, ঈশ্বরকে ধ্যান করা, তারই আমার অবসর হয়নি, তাই কি পরম দয়াল ভগবান, আমার কাছ থেকে অন্য সকল ছোট কাজ করবার অবসর সরিয়ে নিয়েছেন। ঔরঙ্গজেবের উপর রাগ হচ্ছিল সে আমায় শুভকার্য্য করবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছে বলে। কিন্তু এ কাজ করতে তো ঔরঙ্গজেব বাধা দেয়নি। বরং সাহায্য করেছে।

(কিষণচাঁদ উপবেশন করিয়া চক্ষুমুদ্রিত করিল এবং মৃদুস্বরে হরিনাম গান করিতে লাগিল)

এমন সময় কারাগারের দ্বার মুক্ত হইল এবং জেবউন্নিসা কারাগারের মধ্যে প্রবেশ করিল)।

জেবউন্নিসা—বন্দী, আমি তোমায় মুক্তি দিতে এসেছি।

কিষণচাঁদ—(চক্ষু খুলিয়া) মুক্তি? না, নূতন বন্ধন?

জেবউন্নিসা—বন্দী, তুমি মুক্ত।

কিষণচাঁদ—কে আপনি? আপনি কি স্বর্গের দেবী?

জেবউন্নিসা—আমি পৃথিবীর একজন দুঃখিনী রমণী।

কিষণচাঁদ—আপনার প্রকৃত পরিচয় ত পেলাম না মাইজি। একজন যে সে রমণীর ত ক্ষমতা নেই এই দুর্গম কারাগার থেকে আমায় মুক্তি প্রদান করে।

জেবউন্নিসা—আমি সম্রাট ওরঙ্গজেবের কন্যা, আমার নাম জেবউন্নিসা।

কিষণচাঁদ—শাহাজাদী! বন্দেগী শাহাজাদী। আপনার পিতার শৌর্য্যে যে শির অবনত হয়নি আপনার দয়াতে আজ সে নুয়ে পড়ল।

জেবউন্নিসা—আপনার বীরত্বের কাহিনী আমরা মোগল অন্তঃপুরে থেকে শুনতে পেয়েছি। আর শুনেছি, আপনাদেব সহিত মোগল সম্রাটেব যে যুদ্ধ হচ্ছে, তাতে ন্যায়ের পক্ষ আপনাদের। সম্রাটের লোকেরা আপনাদের উপর যে অত্যাচার করেছে, তার জন্য আমি আপনাদের নিকট ক্ষমা চাচ্ছি। আপনি আর দেরী করবেন না, বাইরে অশ্ব প্রস্তুত। যতশীঘ্র পারেন নগর ত্যাগ করবেন।

কিষণচাঁদ—শাহাজাদীর ক্ষমা ও দয়ার পরিচয় পেয়ে আমি মুগ্ধ হলাম। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।

পঞ্চম দৃশ্য

(বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর মন্দির প্রাঙ্গণে একজন
গীত গাহিতেছিল)

চিন্তয় মম মানস হরি চিদ্‌ঘন নিরঞ্জন,
(কিবা) অনুপম ভাতি,   মোহন মূরতি
ভকত হৃদয় রঞ্জন।

নব রাগ রঞ্জিত, কোটী শশী নিন্দিত
হৃদয় মাগিছে পদ বন্দন।
(কিবা) বিজলী চমকে সেরূপ আলোকে
পুলকে শিহরে জীবন।

(ধীরে ধীরে লছমীর প্রবেশ—তাহার কেশ বেশ আলু থালু—দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত, মুখ শুষ্ক)

লছমী—ওঃ—ঠাকুর—এ তুমি আমার কি করলে? সকলেইত আসে তোমার চরণে ব্যথা জানাতে—শান্তি কণা মেগে নিতে—কিন্তু—আমি—আমি তা পারিনা কেন?

(মন্দিরের সোপানতলে মাথা নোয়াইয়া)

আমায় শান্তি দাও ঠাকুর—শান্তি দাও।

(সুন্দর সিং, কমলাবাঈ ও কিষণচাঁদের প্রবেশ)

সুন্দর—আপনি বিশেষ চিন্তিত হবেন না কিষণচাঁদ। আমরা লছমীর দেখা নিশ্চয় পাবো।

কিষণ—কে জানে লছমী এতদিন বেঁচে আছে কিনা।

সুন্দর—আমার দৃঢ় বিশ্বাস লছমীর কোন বিপদ ঘটেনি। তার গ্রামের লোকদের আমি বার বার জিজ্ঞাসা করেছি। তারা বললে, মোগল সৈন্যদের আসবার আগেই লছমী তার পিসীর সঙ্গে কোথায় চলে গেছে। আমার মনে হয়, আপনাদের পরাজয় সংবাদ পেয়ে, লছমী ভেবেছিল গ্রামে থাকলে মোগল সৈন্যের হাতে লাঞ্ছনা হতে পারে, আর আপনারও ফিরবার সম্ভাবনা ছিলনা, তাই সে বিদেশে চলে গেছে। এতদিন তার সন্ধানে নানা স্থান ঘুরেও কোন সন্ধান পাইনি বটে, কিন্তু আমি এখনও নিরাশ হইনি।

কিষণ— আজ কত দেশ দেশান্তরের লোক এসে মন্দিরে সমবেত হয়েছে। গোবিন্দজীর কৃপায় লছমীর কি এখানে দেখা পাবনা।

কমলা—(সুন্দর সিংকে) দেখ প্রাঙ্গণের একপাশে একটি মেয়ে বসে রয়েছে। কি সুন্দর মেয়েটি। আহা মুখখানি বড় বিষণ্ণ।

সুন্দর সিং—হ্যাঁ ঐ বোধ হয় লছমী। (কিষণচাঁদের হাত ধরিয়া) দেখুন ত ভাল করে ঐ মেয়েটিকে।

কিষণ—হ্যাঁ—তাইত—(দ্রুত লছমীর নিকটে গিয়া) লছমী—লছমী।

লছমী—অ্যাঁ—কে আমার নাম ধরে ডাকলে—কে—কে তুমি?

কিষণ—আমি—আমি কিষণ,—তুমি আমায় চিনতে পারছো না?

লছমী— কিষণ—কিষণ তুমি—না—না, কিষণকে যে তারা মেরে ফেলেছে—ওগো মেরে ফেলেছে……(চক্ষু মুদ্রিত করিল)

কিষণ—লছমী, চেয়ে দেখ সত্যই আমি কিষণ।

লছমী—(কিষণের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল)

কিষণ, কিষণ, আমি যে তোমায় কত খুঁজেছি—কত কেঁদেছি—দেবতার চরণে দিনরাত প্রার্থনা করেছি, এ জন্মে যদি না হয়, যেন জন্মজন্মান্তরেও তোমাকেই পাই।

কিষণ—এই যে লছমী, দেবতার দয়াতেই আমি তোমার কাছে ফিরে এসেছি। চল আমরা গোবিন্দজীকে প্রণাম করে আসি।

(প্রণত হইয়া)

লছমী—ভগবান তোমাতেই যেন আমার মতি থাকে।

কমলা—আজ আমাদের শ্রম সার্থক হোল।

———

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(রাজপ্রাসাদের সংলগ্ন উদ্যান)

(মেহের ও জেবউন্নিসা)

মেহেরউন্নিসা—তুমি একবার আকিল খাঁকে ভাল করে বললে না কেন, দিদি। তোমার অনুরোধ তিনি অবহেলা করতে পারতেন না। তা হোলে আর এ সর্ব্বনাশ হোত না।

জেবউন্নিসা—তুমি ত সব কথা শুনলে বোন! কি করে আমি তাঁকে কর্ত্তব্য বুদ্ধি বিসর্জ্জন করতে অনুবোধ করি? আব সর্ব্বনাশেব কথা বলছ; তাঁর উপদেশ মত আমি ভাববাব চেষ্টা করি,—দেহটা নষ্ট হওয়া বেশী দুঃখের বিষয়? না জ্ঞান ও ধর্ম্মবুদ্ধি বিসর্জ্জন দেওয়া বেশী দুঃখের বিষয়? তিনি যা সত্য বুঝেছিলেন, ধর্ম্ম বুঝেছিলেন তা হতে অনুমাত্র বিচলিত হন'ন। বাদশাহের কৃপার আশা, প্রেয়সীর সহিত মিলিত হবার আশা, সুখ, ঐশ্বর্য্য, কোন কিছুব লোভই তাঁকে টলাতে পারেনি। এ যে আমাব চিরকালেব সম্পদ লাভ হোল বোন। একি আমার কম সৌভাগ্য!

মেহের—কি নিষ্ঠুর হত্যা! তাঁর দেবোপম চরিত্রে কি মিথ্যা নীচ অপবাদ! ক্রোধে, ঘৃণায়, শোকে, আমার সর্ব্বশরীর জ্বলে যাচ্ছে।

জেব—ওকথা তুলিস নি বোন। ওকথা তুললে পিতার প্রতি কর্ত্তব্য অবিচল রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। তিনি আমাদের জীবন দান করেছেন, তাঁর কার্য্যের বিচার করা, আমাদের কখনও উচিত নয়। পিতা, পিতা, একি করলে? আমার কর্ত্তব্য বুদ্ধি, ভক্তি, প্রীতি, স্নেহ, সব যে নষ্ট হয়ে যায়। যে দৃঢ় পর্ব্বতের উপর আমার জীবন

প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম, আজ যে সে পর্ব্বত ভেঙ্গে যায়। আমাদের বিবাহ না দিতেন নাই দিতেন, তাঁকে নির্ব্বাসিত করে দিলেন না কেন? তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন না কেন? শুধু যদি জানতে পারতাম তিনি কোথাও, কোন রকমে বেঁচে আছেন, শুধু যদি জানতাম এ পৃথিবীর আলো, বাতাস তাঁর কাছে পৌছুতে পারচে। এ চিন্তা যে অসহ্য যে তিনি নাই, এ জগৎ থেকে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেছেন। না, এ আমি কি করছি? আমি আমার দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দিব না। আমি পূর্ব্বের ন্যায় প্রাতে উঠে, পিতার পাদ বন্দনা করব, আমি প্রত্যহ উপাসনার পর পূর্ব্বের ন্যায় পিতার দীর্ঘ জীবন, পিতার উন্নতি, পিতার স্বাস্থ্য ও সুখের প্রার্থনা করব। আমার হৃদয়ের দুঃখকে আমার কর্ত্তব্যের পথে বাধা হোতে দিতে দিব না। যতদিন না হৃদয় দুঃখ ভারে পীড়িত, দলিত, পিষ্ট, চূর্ণ হয়ে যায়—ওঃ—

মেহের—দিদি তোমায় আমি কি বোলে সান্ত্বনা দিব? আমার নিজের মনই, সান্ত্বনা মানে না। কখনও রাগে, ঘৃণায় অধীর হয়ে ভাবি, ঘর বাড়ী সব ছেড়ে চলে যাই দূরে—বহু দূরে—এ পাপ সংসার থেকে—এ দুঃখপূর্ণ পৃথিবী থেকে বহু দূরে কোথাও চলে যাই। কখনও মনে হয় বসে বসে কাঁদি—শুধু কাঁদি, এজীবনে আর কিছু করব না। কোন নির্জ্জন স্থানে বসে শুধু কেঁদে জীবন কাটিয়ে দিব।

জেব—তুই এত অধীর হোসনি বোন। আকিল খাঁকে দেখবার আগে, আমার জীবন যেমন কাটছিল, এখনও সেই রকমই কাটবে। শুনেছি হিন্দু নারী—বালিকা বয়সে, স্বামীর মৃত্যু হলে, চিরজীবন বৈধব্য ব্রত নিয়ে স্বামীর ধ্যানে কাটিয়ে দেয়, আমি সেই রকম করে কাটিয়ে দেব, বোন।

মেহের—দিদি তোমাকে এত কষ্ট দিলেন ভগবান কোন পাপে? জীবনে তুমি ত কোন পাপ করনি, একটা পাখীর পাখা ভেঙ্গে পড়ে থাকতে দেখলে তুমি যত্ন করে তুলে রেখেছ, বাটিতে করে দুধ খাইয়ে তাকে সুস্থ, সবল করেছ। এ জীবনে তুমি ত কারো মনে কষ্ট দাওনি দিদি।

জেব—দেখ, আমি আকিল খাঁর নিকট শুনেছিলাম হিন্দুদের বিশ্বাস, মানুষ যে দুঃখ কষ্ট পায় সবই যে তার ইহজীবনের পাপের ফল তা নয়, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের পাপের ফলে ইহজীবনে কষ্ট ভোগ করতে হয়। তখন আমার তা বিশ্বাস হয়নি, বোন। এখন সত্যি বলে মনে হচ্চে। নইলে ঈশ্বর অনন্ত করুণাময়, আমার কোনও পাপ না থাকলে শুধু শুধু কি তিনি আমাকে এত কষ্ট দিতে পারেন?

(আকবরের প্রবেশ)

আকবর—দিদি, দিদি, তুমি শুনেছ আকিল খাঁকে হত্যা করা হয়েছে! যে জল্লাদ এ কাজ করেছে আমি তার নাম টের পেয়েছি, সকলের সমক্ষে প্রকাশ্য স্থানে তার প্রাণ বধ করে আমি এর প্রতিশোধ নেব।

জেব—তার কি দোষ ভাই, সে হয়ত স্বেচ্ছায় একাজ করেনি।

আকবর—স্ব ইচ্ছায় করেনি? তা হলে আমি যা সন্দেহ করেছিলাম তাই কি সত্য? সম্রাট কি আকিল খাঁকে হত্যা করিয়েছেন?

মেহের—তা বুঝি জান না?

জেব—আকবর ত কদিন দিল্লীতে ছিল না, সব কথা জানে না।

আকবর—কেন, পিতা কি কারণে আকিল খাঁর উপর ক্রুদ্ধ হলেন?

মেহের—তবে শোন। পিতা আকিল খাঁকে বিদ্রোহী সৎনামীদের শাসন করতে যেতে বলেছিলেন, আকিল খাঁ স্বীকৃত হননি। আকিল খাঁ বলেন, সৎনামিদের উপর অন্যায় অত্যাচার হয়েছিল

বলেই সৎনামীরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে, সৎনামীদের দোষ নেই, আমি তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ কর্ব্ব না। পিতা দিদিকে দিয়ে আকিল খাঁকে অনুরোধ করালেন, কিন্তু তাতে কোন ফল হল না। তাই ক্রুদ্ধ হয়ে পিতা আকিল খাঁকে হত্যা করিয়েছেন।

আকবর—কেন তার জন্য আকিল খাঁকে হত্যা করবার কি প্রয়োজন ছিল? মোগল রাজ্যে কি আর যোদ্ধা ছিল না যে আকিল খাঁ যুদ্ধ না করলে বিদ্রোহীদের দমন করা হতো না?

মেহের—তুমি ত জান, যে পিতার অভীষ্ট লাভের পথ রোধ করে, পিতা তাকে কিছুতেই ক্ষমা করেন না, সে পিতাই হউক, ভ্রাতাই হউক।

আকবর—আর যে আমার স্নেহময়ী ভগিনীর বুকে এরূপ শেল আঘাত করে আমিও তাকে কিছুতেই মার্জ্জনা করবো না, সে পিতাই হউক, আর যেই হউক। আমি বিদ্রোহ করব।

জেব—আকবর, ভাই স্থির হও। কেন উত্তেজিত হয়ে, উন্মত্তের ন্যায় কথা বলছ?

আকবর—(কাঁদিয়া ফেলিয়া) কি বল দিদি এর পরও স্থির থাকতে হবে? তোমার বুকের মধ্যে কি হচ্চে তা আর আমি টের পাচ্ছি না? আমি কি বুঝতে পারচি না, তোমার হৃদয়ের সব সুখ সব আশা পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে, জীবন মরুভূমির ন্যায় শূন্য, নীরস হয়েছে, যদিও তুমি সমস্ত শোক অটল ধৈর্য্যের সহিত সংযত করে রেখেচ। এখনও স্থির থাকতে হবে?

জেব—সব সময় স্থির থাকতে হবে, আকবর। অস্থির হয়ে কাজ করলে কোন সুফল হয় না। তুমি যদি ক্রোধের উত্তেজনায় বিদ্রোহ কর, তা হলে আমার দুঃখ কি কমবে ভাই? লাভের মধ্যে আমাদের এ সংসার ছারখার হয়ে যাবে। রাজকার্য্যের

অনুরোধে পিতাকে যে সব কাজ করতে হয়, তা বিচার করবার কি অধিকার আছে আমাদের ?

আকবর—তবে কি করতে হবে তুমিই বলে দাও দিদি। আমি চুপ করে ত বসে থাকতে পারব না। আকিল খাঁকে—উদার, মহৎ, আকিল খাঁকে—মানবের মধ্যে দেবতা আকিল খাঁকে—আমার ভগিনীর জীবন সর্ব্বস্ব আকিল খাঁকে,—পশুর মত হত্যা করা হবে, আর আমি চুপ করে বসে থাকব, তা কিছুতেই হবে না। কি করতে হবে তুমিই বলে দাও দিদি।

জেব—আপাততঃ ঈশ্বরের নিকট একান্তভাবে প্রার্থনা করতে হবে, তিনি যেন তোমার হৃদয় স্থির করেন, তিনি যেন তোমার দিদির হৃদয়ে শান্তি দেন, যেন তিনি যে আঘাত দিয়েছেন সে আঘাত সহ্য করবার ক্ষমতা দেন। আমার স্নেহমুগ্ধ ভাই, পরমেশ্বর আমার হৃদয়ে যদি আঘাত দেবার ইচ্ছা করেন, তোমার সাধ্য কি তা থেকে আমাকে রক্ষা কর ? চল, আমরা তিনজনে মতি মসজিদে গিয়ে প্রার্থনা করে আসি।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(দিল্লীর মতি মসজিদের প্রাঙ্গন। জেবউন্নিসা ধ্যানমগ্ন। অদূরে মেহের উন্নিসা দাঁড়াইয়াছিল)।

মেহের—আজ রাত থাকতে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। ভাবলাম দেখি দিদি কি করছে। শয়ন ঘরে দেখলাম দিদি নাই। আর কোথাও না খুঁজে পেয়ে, মসজিদে এলাম। দেখলাম, সেই রাত থেকে উঠে দিদি স্নান করে এসে, উপাসনায় বসেছে। পরিধানে শুভ্র বস্ত্র। সিক্ত অসংযত কেশরাশি পিঠের উপর ছড়িয়ে পড়েছে।

ঠিক এক প্রহর হল দিদি সেই এক ভাবে বসে আছে। মধ্যে মধ্যে একটু কাঁপছে। নইলে ভ্রম হত এই মর্ম্মর গঠিত মসজিদে বুঝি কোন দেব বালার মর্ম্মর মূর্ত্তি। (জেবউন্নিসা আভূমি প্রণত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল পরে মেহেরকে দেখিয়া স্মিত মুখে কহিল)।

জেবউন্নিসা—এই যে মেহের। তুই কতক্ষণ এলি, বোন ?

মেহের—তা অনেকক্ষণ এসেছি দিদি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রথম বিরক্ত লাগছিল। ভাবছিলাম দূর ছাই আর কতক্ষণ দাঁড়াব। বাহিরে গিয়ে খানিকক্ষণ যমুনার দিকে চেয়ে বসেছিলাম। অনেকক্ষণ পরে, ফের এলাম। দেখি তুই ঠিক একভাবে বসে আছিস, তোর কি একটু বিরক্তি ধরে না। তুই আমায় আশ্চর্য্য করলি।

জেবউন্নিসা—আমি যে ভাই ভগবানের কথা ভাবছিলাম, ভগবানের কথা ভাবতে কি বিরক্ত লাগে !

মেহের—আমি ত একটুও বসে থাকতে পারি না, তুই অনায়াসে, এক প্রহর কাটিয়ে দিলি। তা তোর যতক্ষণ খুসী বসে থাক। আমার তাতে কিছু আপত্তি নাই। কিন্তু তুই এমন ভাবে না খেয়ে, কদিন বাঁচবি দিদি ?

জেবউন্নিসা—সে কি মেহের, আমি আবার খেলাম না কবে ?

মেহের—না খাওয়ারই মধ্যে। সেই বিকেলবেলায় নিজহাতে রান্না করে দুটি খাস। আর সারাদিন, সারারাত কিছু খাস না। পোলাও কোর্ম্মা ছেড়েছিস, মাছ মাংসর ধার দিয়ে যাস না, শুধু একটু রুটি আর দুধ। এতে শরীর থাকে ?

জেবউন্নিসা—কেন মেহের, আমার শরীর ত বেশ ভাল আছে।

মেহের—বেশ ত নাই ভাই। তোর সেই গোলাপ ফুলের মত রং কোথায় গেল ? দিন দিন শরীর বিবর্ণ ও শীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। সেই সুগোল গঠন, সোনার বর্ণ, সে লাবণ্য কোথায় গেল দিদি ?

জেবউন্নিসা—সে ত একদিন যেতই বোন। আমি হাজার চেষ্টা করলেও ত চিরকাল তাদের ধরে রাখতে পারতাম না।

মেহের—কি বলব দিদি, তোকে দেখলে আমার বুকের মধ্যে কি কষ্ট হয়। আহার ত একরকম ছেড়েই দিয়েছিস। মাটিতে কম্বল বিছিয়ে শয়ন করিস। সাজ সজ্জা সব ছেড়েছিস। শুধু সাদা কাপড়ের ঘাঘরা, আঙ্গ রাখা আর একটি ওড়না। তোকে দেখে আজ-কাল প্রাসাদের দাসীরা পর্য্যন্ত রঙ্গীন কাপড় পরা ছেড়েছে। এসব দেখলে আমার বুকের মধ্যে আগুন জ্বলতে থাকে।

জেবউন্নিসা—সত্যি বলছি ভাই, এসব নিয়ম পালন করলে আমার মন স্থির করবার সুবিধা হয়। তবে শোন, তোকে বলি। মাঝে আমার কষ্ট অসহ্য হয়ে ছিল। একদিন গভীর রাত্রে আমি যমুনাতে ডুবে মরতে যাচ্ছিলাম, যমুনার তীরে দেখলাম, একজন সাধু ধুনি জ্বেলে বসে আছেন। সাধু আমায় ডাকলেন, জিজ্ঞাসা করলেন, এত রাত্রে কেন, যমুনায় নামছি, সাধু আমার মনের উপর কি প্রভাব বিস্তার করলেন, আমি কিছু গোপন করতে পারলাম না। সাধু সব শুনে বললেন, তুমি এইসব নিয়ম পালন কর, তারপর একমাস পরে তোমার ইচ্ছা হয় ডুবে মোরো। নিয়মগুলি পালন করে আমি মনে অনেকটা শান্তি পেয়েছি। সাধু বলেছেন, প্রাসাদে যেখানে দেখবে, কারো অসুখ করেছে, সে রাজকন্যাই হোক, আর দাসীই হোক, স্বহস্তে তার সেবা করবে। যদি দেখ কেউ মনঃ কষ্ট পেয়েছে, সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করবে। এতেও ভাই খুব সুখ পাই। সারাদিন কাজে ব্যস্ত থাকলে মনও খারাপ হয় না। আমাদের প্রাসাদের মধ্যেই যে এত দুঃখ কষ্ট আছে, তা আগে জানতাম না। না জানি বাহিরে জগতে কত দুঃখ, কত কষ্ট।

(দাসীর সহিত ফুলজানির প্রবেশ।
ফুলজানির ছিন্ন বেশ, বিশুষ্ক মূর্ত্তি।)

১ম দাসী—শা জাদী, এই উন্মাদিনী কেল্লার বাহিরে পড়েছিল। কখন কাঁদে, কখন হাসে। আপন মনে বকতে বকতে মাঝে আপনার নাম করছিল, তাই প্রহরীরা একে অন্তঃপুরে পাঠিয়ে দিয়েছে।

জেব—দেখ মেহের, তোমায় বলছিলাম জগতে কত দুঃখ, কষ্ট। এ বেচারা এই অল্প বয়সে হয়ত দারুণ মনঃকষ্ট পেয়ে পাগলিনী হয়েছে। একে যেন কোথায় দেখেছি—ঠিক মনে আসচে না। তোমার নাম কি বোন ?

ফুলজানি—(সুর করিয়া) আমার নাম মালিনী মাসি।
আমি খাঁচায় করে পাখী পুষি॥

তারপর কি হোল জান ? বাগানে চোর যাতায়াত করচে দেখে একদিন অন্ধকার রাত্রে, আমি পাখী নিয়ে পালিয়ে যাব ভাবছি, এমন সময় শিকারী এসে, আমার হাত থেকে পাখী কেড়ে নিয়ে গেল। নিয়ে গিয়ে পাখীটির ঘাড় মুটকে ভেঙ্গে ফেললো--ওগো ঐ জল্লাদ (চীৎকার করিয়া) ওগো—মাগো—

(মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল)

জেব—শীঘ্র পাখা আন। (বলিয়া ছুটিয়া বাহিরে গিয়া একঘটি জল আনিল, পাগলিনীর মস্তক নিজ ক্রোড়ে তুলিয়া নিয়া জলের ঝাপটা দিতে লাগিল, একজন দাসীকে বাতাস করিতে বলিল।)

ফুলজানি—(উঠিয়া বসিয়া) তারপর পাখিটি ছটফট্ করতে করতে মরে গেল, কিন্তু মরবার সময়, পাখী আমার নাম করল না। ওগো, তাকে আমি বড় যত্নে আমার নাম পড়াতে শিখিয়েছিলাম, কিন্তু মরবার সময় পাখী বলল "জেবউন্নিসা" হোঃ, হোঃ, হোঃ—

জেব—(দাসীকে) তোমরা একে আমার কাছে রেখে যাও।

(দাসীরা নিষ্ক্রান্ত হইল)

জেব—তোমার হাতে ও কিসের কাগজ, বোন ?

ফুল—ও আমার কোষ্ঠী।

জেব—আমায় একবার দেখতে দেবে।

ফুল—এই দেখ। (কাগজ দিল)

জেব—(স্বগত) এ যে দেখচি আকিলখার হাতের লেখা। এই বালিকার জীবন বৃত্তান্ত এতে লেখা রয়েছে।

(কাগজ পড়িয়া) কি আশ্চর্য্য ! এ কি তা হলে মতির কন্যা ?

(জনৈক দাসীকে) শীঘ্র মতিকে ডেকে আন।

ফুল—(কাগজটি কাড়িয়া লইয়া) দাও আমার কোষ্ঠী।

জেব—তোমার কে আছে বোন ?

ফুল—কেউ নাই। আমার বাপ নাই, মা নাই, ভাই নাই, কেউ নাই। একজন ছিল তাকেও মেরে ফেলেছে।

জেব—তুমি আঁমার কাছে থাকবে ? আমি তোমার দিদি হব।

ফুল—তুমি আমায় মারবে না ?

জেবউন্নিসা—বোনকে কি কেউ মারে ?

(মতির প্রবেশ)

মতি—(সহসা চমকাইয়া) একে ?

জেবউন্নিসা—ভাল করে দেখ দেখি মতি, একে তোমার মেয়ে বলে মনে হয় না ? এর কাছে একটি কাগজে লেখা আছে, ৮ বৎসর বয়সের, দস্যুরা এর বাপকে মেরে ফেলে, এর মাকে ধরে নিয়ে যায়—একে বিক্রি করে এক ভদ্রলোকের কাছে—এদের বাড়ী ছিল বিজলীতে।

মতি—(কপালে করাঘাত করিয়া) হা ভগবান আমার মেয়েকে একি করলে।

(মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল)

তৃতীয় দৃশ্য

দিল্লীর প্রসাদ কক্ষ। কাল—রাত্রি।

ঔরঙ্গ—আকবর মনে করেছিল রাজপুতদের সাহায্যে আমাকে পরাস্ত কোরে আমার সিংহাসন দখল করবে, যেমন আমি পিতার সিংহাসন দখল করেছি। কিন্তু আকবরের চেষ্টা ব্যর্থ হোল। আমি তার নামে একটা মিথ্যা চিঠি লিখলাম "আকবর তোমার অভিসন্ধি খুব গোপন রাখবে। রাজপুতরা যেন বিন্দুবিসর্গও টের না পায়। যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় তাদের সঙ্গেই থাকবে। তারপর যখন খুব জোর যুদ্ধ হবে তখন তোমার সৈন্যদের নিয়ে রাজপুতদের পরিত্যাগ করে আমার পক্ষে চলে আসবে।" পত্র বাহককে বলে দিয়েছিলাম সে যেন রাজপুতদের হাতে বন্দী হয়। তাই হোল। রাজপুতরা চিঠি পড়ে ভাবলে সত্যি। তখন তারা আকবরকে পরিত্যাগ করলো। তাদের ভাল বলতে হয় যে আকবরের প্রাণদণ্ড দেয়নি, বা কারাগারে আবদ্ধ করে রাখেনি। এদিকে জেবেউন্নিসা আকবরকে গোপনে যে পত্র পাঠাচ্ছিল কৌশলে আমি তাও হস্তগত করেছি। জেব লিখছে আমি নাকি হিন্দুদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করছি এবং এজন্য আমার বিরুদ্ধে আকবর যে বিদ্রোহ করেছে তা সে সমর্থন করে। আশ্চর্য্য! আমার মার্জ্জনা ভিক্ষা করতে আকবর ফিরে আসছে। (পাদচারণ)

হ্যাঁ—তাকে আমি ক্ষমা করব—কারণ তার চাইতে জেবেউন্নিসাকে আমার বেশী ভয়। আকবরের দৌর্ব্বল্যের সুযোগে জেবেউন্নিসা আবার তাকে উত্তেজিত করতে পারে।

(পাদচারণ)

কাল সন্ধ্যায় আকবর ফিরছে তার পূর্ব্বে জেবেউন্নিসাকে স্থানান্তরিত করা প্রয়োজন। (ইতস্ততঃ পাদচারণের পর ঔরংজীব আসনে উপবেশন করিলেন)—কাল যবনিকা আমি দেখতে পাচ্ছি—সুদূরের একখানা কাল যবনিকা—শূন্য হতে নেমে আসছে মোগলের এই ভারত ব্যাপী প্রতিষ্ঠা ছেয়ে ফেলতে।—কিন্তু কবে—আমার জীবদ্দশায়?—না—না, আমি তা হতে দেব না—আমি ঔরংজেব—ভারত সম্রাট ঔরংজেব।

(দিলীরের প্রবেশ)

দিলীর—বন্দেগী জাঁহাপনা।

(ঔরংজেব—তাহার—মুখের দিকে চাহিল—পরে ধীর পদে দিলীরের সম্মুখে গিয়া)

ঔরং—বলতে পার দিলীর খাঁ, ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব আর কতদিন?

(দিলীরের হস্তে পত্র দিল)

ঔরং—সাম্রাজ্যের সেনাপতি থেকে তুচ্ছ প্রহরী পর্যন্ত আজ এমন অকর্ম্মণ্য হয়েছে—যে পুত্র আমার আজ বিদ্রোহী—কন্যা তাকে উত্তেজিত করছে—কারাগার থেকে শত প্রহরীর চক্ষের সম্মুখে বন্দী পলাতক—তার মুক্তিদাতার নাম কেউ জানতে পারলে না

দিলীর—তার নাম আমি জেনেছি, সম্রাট—কিন্তু—

ঔরং—তার নাম জান! দিলীর তবে আমায় জানাওনি কেন?

দিলীর--(দিলির নীরবে রহিল)

ঔরং—দিলীর খাঁ,—তোমার সঙ্কোচের কারণ নেই। মুক্তিদাতা যেই হোক্ না—ঔরংজীব তাকে মার্জ্জনা করবে না। কে সেই বিশ্বাসঘাতক।

(দিলীর নীরব)

ঔরং—এখনও দ্বিধা! দিল্লীর সাম্রাজ্যের কোনও সেনাপতি—আমার পুত্র কন্যাদের মধ্যে কেউ—এমনকি যদি তুমি একাজ করে থাক—

দিলীর—(নতজানু হইরা) এ বান্দাই অপরাধী জাঁহাপনা।

ঔরং—না দিলীর খাঁ—ঔরংজেব অত সহজে প্রতারিত হয় না।—(দিলীর খাঁকে উঠাইয়া) দিলীর খাঁকে সে জানে। বল কে অপরাধী—অমি অভয় দিচ্ছি।

দিলীর—বান্দাকে মার্জ্জনা করবেন। শাহজাদী জেবউন্নিসা বন্দীকে মুক্ত করেছেন তাঁকে ক্ষমা করুন জাঁহাপনা।

ঔরং—শাহজাদী জেবউন্নিসা? আমার প্রিয়তমা কন্যা? (ক্ষণেক পাদচারণের পর) না—দিল্লীর খাঁ—ক্ষমা—অসম্ভব। পিতা তার অপরাধিনী কন্যাকে মার্জ্জনা করতে পারে—কিন্তু সম্রাট সেই বিশ্বাসহন্ত্রীকে কখনও ক্ষমা করতে পারে না। (পাদচারণ) তুমি ত জান দিল্লীর—এর জন্যই একদিন মহম্মদকে নির্ব্বাসিত করতে হয়েছিল। আমার পুত্রদের মধ্যে একমাত্র সেই—সবচেয়ে অধিক সিংহাসনের যোগ্যতা নিয়ে এসেছিল। (ক্ষণেক অপেক্ষার পর) তাকে দূর গোয়ালিয়রের রুদ্ধ কারায় হারিয়েছি,—সে আজ থাকলে—জান দিলীর—ভবিষ্যতে মোগল সাম্রাজ্যের অস্তিত্বে আজ আমার সন্দেহ জাগত

না। দারা দেবতার মত দারা—সুজা—মোরাদ—সকলকে হারিয়ে আজ ঔরংজীবের চক্ষের সম্মুখে—এই ঘন আঁধার নামত না! (ক্ষণেক অপেক্ষার পর) তুমি যাও দিলীর—ক্ষমা অসম্ভব—তবে আমি তার সম্বন্ধে ভেবে দেখব।

দিলীর—বন্দেগী জাঁহাপনা।

(দিলীরের প্রস্থান)

ঔরং—কাফের—কাফের দারার অনুচর দিলীর খাঁ! শিশুর মত সরল—অথচ বিশ্বাসী। কাফেরগুলোর এই গুণটাই আছে—কখনও বিশ্বাস ঘাতকতা করেন না। ওরে—কে আছিস।

(প্রহরীর প্রবেশ)

শাহজাদী জেবউন্নিসাকে সংবাদ দে

(প্রহরীর প্রস্থান)

আকবর আসবে। পিতার মার্জ্জনা সে পাবে। তবে পরে জানবে, যে মার্জ্জনা ভিক্ষা করে সে ভুল করেছে।

(জেবউন্নিসার প্রবেশ)

ঔরং—জেব।

জেব—পিতা।

ঔরং—আকবর বিদ্রোহী হয়েছে। এরূপ অন্যায়—

জেব—আমায় মার্জ্জনা করবেন পিতা—আমার বোধ হয় সে বেশী অন্যায় করেনি।

ঔরং—অন্যায় করেনি? পিতার বিরুদ্ধে পুত্রের বিদ্রোহ অন্যায় নয়? আর তাকে সমর্থন করছে—তারই কন্যা। উত্তম—তুমি কি বলতে চাও?

জেব—মোগল রাজ্যের অধিকাংশ প্রজা হিন্দু। এখন মোগল রাজ্য যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে, তাতে হিন্দু প্রজার উপর অত্যধিক অত্যাচার হচ্ছে। এজন্য আমার মনে হয়, এ রাজ্য এমনভাবে আর চলা উচিত নয়। যে রাজত্ব প্রজার সুখের কারণ না হয়ে, প্রজার পীড়নের কারণ হয়, সে রাজত্ব থাকবার প্রয়োজন নাই। পিতা, আমি অনেকদিন আমার মনকে এই বলে স্থির করে রেখেছিলাম, যে পিতার কার্য্যের সমালোচনা করবার আমি কে? তাই যখন আকিল খাঁকে হত্যা করা হল, তখন বহুচেষ্টায় মনকে শান্ত করে রেখেছিলাম; সেই সময়ই আকবর বিদ্রোহ করতে চেয়েছিল, আমি তাকে বুঝিয়ে নিরস্ত করে রেখেছিলাম। আজ আমার শোক অনেকটা শান্ত হয়েছে। আমি স্থিরভাবে বিবেচনা করতে পারছি। প্রজাদের সুখের জন্যেই ত রাজা। যে সুখ প্রজারা স্বয়ং আহরণ করতে পারে না, সেই সুখ রাজা তাদের দিবেন। সেইজন্য হিন্দুরা রাজাকে দেবতার অংশে উৎপন্ন বলে। এমন শান্তিপ্রিয় ধার্ম্মিক হিন্দু জাতির প্রতি কি রকম ব্যবহার করা হচ্ছে। যে হিন্দুরা জিজিয়া কর উঠিয়ে দিতে অনুরোধ করবার জন্য রাজপথে ভীড় করে অপেক্ষা করছিল, আপনার আদেশে তাদের উপর হাতী চালিয়ে দেওয়া হল। হিন্দুরা হস্তীপদতলে মথিত হয়ে প্রাণত্যাগ করলে। আমায় বিশ্বাস করুন পিতা, আমি সেদিন সারা রাত্রি প্রাসাদ বাতায়ন-পার্শ্বে বসে অশ্রুত্যাগ করেছিলাম।

ঔরং—ইসলামের মহিমা প্রচারের জন্য,—কাফেরগুলোকে সত্যধর্ম্মে দীক্ষিত করবার জন্য—বলপ্রয়োগের প্রয়োজন হয়েছিল, জেব।

জেব—অত্যাচার করে ত ধর্ম্মপ্রচার হয় না পিতা—অধর্ম্ম প্রচার হয়। কোরাণে তো স্পষ্টই বলা হয়েছে যে ধর্ম্ম বিষয়ে বলপ্রয়োগ

উচিত নয়। আপনিই মনে করুন পিতা; যে সকল হিন্দু উচ্চ রাজপদের আশায় বা জিজিয়া কর হইতে উদ্ধারের লোভে, মুসলমান হচ্ছে, তারা হিন্দুদের সমাজের নিকৃষ্ট অংশ কিনা? যাদের আত্মসম্মান আছে, যারা ধর্ম্মপ্রাণ, তারা শত নির্য্যাতনেও নিজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করবে না। আপনার এই হিন্দু নির্যাতনের ফলে নিকৃষ্ট শ্রেণীর হিন্দুরা হিন্দুধর্ম্ম ছেড়ে, মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করছে। এইভাবে মুসলমানের দলবৃদ্ধি করে আপনি কি মুসলমান জাতির উপকার করছেন—না অপকার করছেন?

ঔরং—আজ দেখছি জেবউন্নিসার নিকট ধর্ম্ম ও রাজনীতি শিক্ষা করতে হল! কিন্তু এ ঔদ্ধত্য অমার্জ্জনীয় অপরাধ। জেবউন্নিসা আমার বিরুদ্ধে আকবরকে উত্তেজিত করে,—বন্দী কিষণচাঁদকে মুক্ত করে—আজ তুমি রাজদ্রোহী। তার শাস্তি আজীবন তোমাকে সেলিমগড়ে বন্দী থাকতে হবে।—আর আজ হতে তোমায় বৃত্তির অর্থ বন্ধ হোল · ঐ অর্থ নিয়োজিত হবে ইসলামের প্রচারে।

(ঔরঙ্গজেবের প্রস্থান)

জেব—পিতা, আপনি ভাবলেন আমাকে খুব কঠোর শাস্তি দেওয়া হোল। রাজপ্রাসাদের আমোদ আহ্লাদ আজকাল আমার বড় পীড়াদায়ক হয়েছিল। সেলিমগড়ে নিভৃত শান্তিময় জীবন আমার বাঞ্ছনীয় বলে বোধ হচ্চে, আর এই বাৎসরিক বৃত্তি, এত আমি পূর্ব্বেই অস্বীকার করতুম, কেবল রাজবাটীর কয়েকজন দরিদ্র পরিজনের অন্নসংস্থান হ'ত বলে, এ আমি বন্ধ করিনি, নইলে টাকার আমার কি প্রয়োজন? (জেবউন্নিসার প্রস্থান)

(রাত্রি গভীরতার সঙ্গে আলোক ম্লান হইয়া আসিল। বাহিরে

প্রবল বারিপাত ও ঝঞ্ঝা ও বজ্রাঘাতের শব্দ—মধ্যে মধ্যে বিজলীর দীপ্তি।)

(আচ্ছাদনে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া ধীরপদে ঔরংজেবের প্রবেশ)

ঔরং—(প্রবেশ করিতে করিতে) পালাই—পালাই! (অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইয়া) মেরেছ—মেরেছ—রক্তে ভেসে গেল (বক্ষ চাপিয়া ধরিল পরে হাত তুলিয়া) কেন মারলে—বন্দী করে রাখলেই তো পারত। পিতা সাহজাহানকে যেমন (সহসা ত্রস্তে) ওকে—পলিত কেশ, কৃশতনু, চক্ষে উন্মাদের দৃষ্টি—(ভাল (করিয়া দেখিয়া) একি সম্রাট—পিতা (অভিবাদন) মার্জ্জনা—মার্জ্জনা (কল্পিত মূর্ত্তির পাদদেশে নতজানু হইয়া মাথা খুড়িতে লাগিল)

পিতা পুত্রকে মার্জ্জনা করতে পারে, সম্রাট পারে না—না না পারে—আমি না পারলেও—আমার স্নেহময় পিতা মার্জ্জনা করেছিলো। (বজ্রাঘাতের শব্দ) ও কি! কিসের শব্দ—তারা আসছে—(দৌড়াইয়া অন্য কোণে গিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল)—অল্পক্ষণ পরে আবার যেমন অগ্রসর হইতে গেল—অমনি বজ্রাঘাতের শব্দ) আবার! কে কাঁদছে! কালো দুটী আঁখি—কেন কাঁদছিস জেব—আকিলের সঙ্গেই তোর বিয়ে দোব—কাঁদিসনি মা—কাঁদিসনি ওরে তোদের কান্না সইতে পারি না। চুপ কর্—ওরে চুপ কর্—(বজ্রাঘাতের শব্দ) আবার ঐ তারা আসছে। (আস্তে আস্তে পা ফেলিয়া ভীত ভাবে পলাইয়া গেল—কক্ষমধ্য হইতে একখানি তরবারি লইয়া পুনঃ প্রবেশ। দ্বারের পার্শ্বে ক্ষণেক নীরবে অপেক্ষা করিতে লাগিল। যেন শত্রুর প্রতীক্ষা করছে—পুনরায় বজ্রাঘাত। ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া) কে তোমরা? (যেন কাহাকে আক্রমণ করিতে ছুটিল মধ্য পথে।

কোচে বাধা পাইয়া—তরবারি পতিত হইল) -মেরেছে—মেরেছে (মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল)

চতুর্থ দৃশ্য

(আকিল খাঁর সমাধি স্থান। ভোরের অস্পষ্ট আলোকে স্থানটিকে রহস্যময় করে তুলেছে।

মেহেরউন্নেসা ফুল লইয়া প্রবেশ করিল।

ধীরে ধীরে কবরের চারি পার্শ্বে ফুল ছড়াইল)

মেহের—দুঃখই মানুষের সত্য কথা। সুখ কেবলমাত্র স্বপ্ন। দিদির বিবাহের প্রস্তাবে—সুখের উজান বয়েছিল—কত আশা—কত স্বপ্ন। কে তখন ভেবেছিল—এ মরীচিকা—যা পথিককে মরণের পথে নিয়ে যায়। (ক্ষণেক পরে) হারানো মেয়েকে ফিরে পেয়ে—মতির কি আনন্দ। সে অভাগীও তাকে আবার হারালো। ঈশ্বর! কেড়েই নেবে তবে কেন মায়ের কোলে তার সন্তানকে প্রত্যর্পন করেছিলে। দিদি তুমি আজ কতদূরে—কারা গৃহে আবদ্ধ—তুমি রোজ ভোরবেলা আকিল খাঁর কবর ফুল দিয়ে সাজাবে—সে সুখ—সে তৃপ্তি থেকেও তুমি আজ বঞ্চিত।

(বাতাসে এক করুণ সুর বাজিয়া উঠিল)

যবনিকা